অলংকরণ : মুকুল রেজা

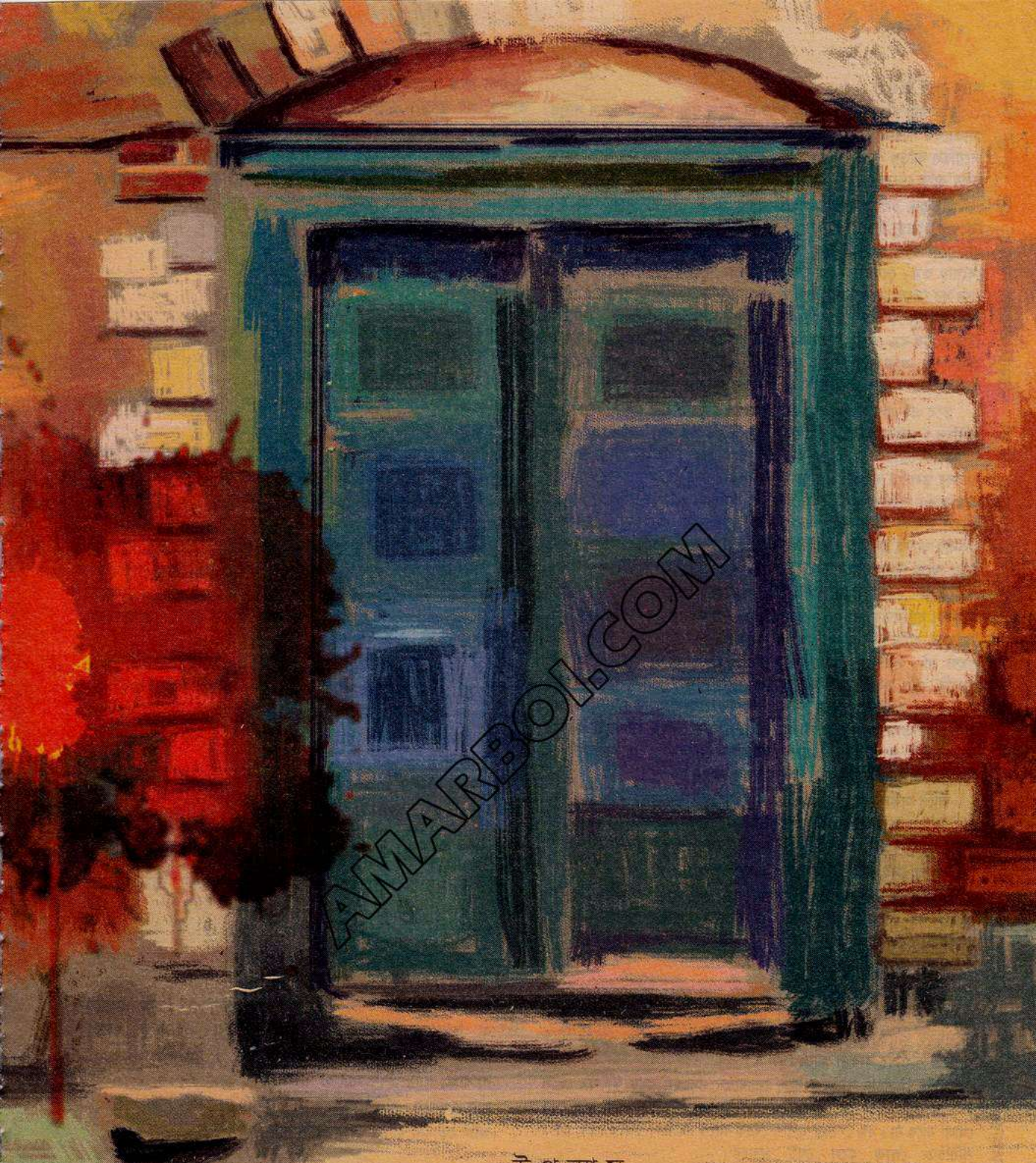

উপন্যাস

সাতজনের দল

ইমদাদুল হক মিলন

আমি দুলুর বাবা।

বারান্দায় বসে ফুরুক ফুরুক করে চা খাচ্ছে নুরু। খানিক আগে সালুর দোকানের পরোটা হালুয়া দিয়ে নাশতা করেছে। সঙ্গে এককাপ চা-ও এনে দিয়েছিল বাড়ির পিচ্চি কাজের ছেলে বাচ্চু। এখন আর আগের মতো যখন তখন বাড়ি থেকে বেরোয় না নুরু।

মুক্তিযুদ্ধ চলছে। ঢাকা শহরে যুবক ছেলে বলতে গেলে নেই-ই। কিশোর, স্বাস্থ্য-টাস্থ্য ভালো উঠতি বয়সি ছেলেরাও অনেকেই নেই। মুক্তিযুদ্ধে চলে গেছে। যারা যায়নি তারা সাবধানে থাকে। রাস্তাঘাটে বেরোয় কম। বেরুলেও এমন ভাবে বেরোয়, যেসব ছেলে শার্ট প্যান্ট না পরে ঘর থেকে বেরোত না, তারাও বেরোয় লুঙ্গি ছেঁড়া শার্ট বা গেঞ্জি পরে, যেন তাদেরকে দেখলে মনে হয় দোকানপাটের কর্মচারী, হোটেল রেস্টুরেন্টের বয়-বেয়ারা, আর নয়তো পুরনো ঢাকার নানারকম ছোটখাটো কারখানায় কাজ করা ছেলে-ছোকড়া। এই ধরনের ছেলে-ছোকড়াদের পাকিস্তানিরা সহজে ধরে না, রাজাকারদের হাতে পড়ার ভয়ও কম।

তবে এই এলাকার রাজাকাররা কেউ কেউ নুরুর বাবা হাজি মিয়াচানের পরিচিত। এজন্য হয়তো বাড়িতে এসে চড়াও হয় না। এবার এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল নুরুর। বয়স সতেরো। শরীর স্বাস্থ্য ভালো, বয়সের তুলনায় তাকে বেশ বড় দেখায়। এজন্য হাজি মিয়াচানের পরিচিত রাজাকাররা নুরুকে রাস্তায় কম বেরুতে বলেছে। মিলিটারিদের হাতে ধরা পড়লে তাদের কিছু করার থাকবে না। মুক্তিযোদ্ধা হোক না হোক, যদি একবার সন্দেহ হয় তবে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে যাবে। বাড়িতে এসেও ধরে নিয়ে যেতে পারে। যাকে নেবে সে আর কখনও ফিরে আসবে না।

এজন্য বাড়ি থেকে নুরু বেরই হয় না। হাজি মিয়াচানের কঠিন নির্দেশ। বাড়িতেই থাকতে হবে। কোনও উপায় নেই। উপায় থাকলে নুরু কি আর বাড়িতে বসে থাকার ছেলে! বাড়ির নাশতা তার কোনওদিনও পছন্দ না। পছন্দ সালুর দোকানের নাশতা। পরোটা হালুয়া, চাপাতি নেহারি, লুচি সবজি আর নয়তো রসগোল্লা পরোটা, একেকদিন একেক নাশতা সে সালুর দোকানে গিয়েই করতো। ছেলের এই স্বভাব জানেন বাবা। নাশতার জন্য দুপাঁচ টাকা ছেলেকে তিনি দিয়েই রাখেন। একমাত্র ছেলে। তার ওপর হাজি মিয়াচান অবস্থাপন্ন লোক। পাড়ায় বাড়িই আছে পাঁচটা। বাড়ি ভাড়ার টাকায় রাজার হালে জীবন চলে।

আগে সকালবেলা ঘুম ভাঙার পরই সালুর দোকানে চলে যেত নুরু। পছন্দের নাশতার পর ঘন দুধের এককাপ চা। সালুর দোকানের চায়ের ওপর সবসময় ভাসে দুধের মালাই। আহা সেই চায়ের কোনও তুলনা হয় না।

অবশ্য সেই চা বাড়িতে বসেই এখন খাচ্ছে নুরু।

এই অবস্থায় পুরনো শক্ত কাঠের গেটে কড়া নাড়লো কেউ। ২৫ শে মার্চের পর থেকে গেটে কেউ কড়া নাড়লেই বুকের ভিতর শুরু হয় ধুগবুগানি। কে এলো ?

মিলিটারি নাকি রাজাকার ?

বারান্দায় থাকলে চট করে ঘরে ঢুকে যায় নুরু। বাড়ির পিছন দিকে রান্নাঘরের ওদিক দিয়ে দেওয়াল টপকে বেরিয়ে যাওয়ার একটা চিন্তা সবসময়ই আছে মাথায়। ওদিক দিয়ে জুরাইন কবরস্থানের ভেতর দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

হাজি মিয়াচান বাড়িতে বলে রেখেছেন, বিশেষ করে কাজের ছেলে বাচ্চুকে কঠিনভাবে বলা আছে গেটে কেউ কড়া নাড়লে সঙ্গে সঙ্গে গেট খোলা যাবে না। বন্ধ গেটের এপাশ থেকে আগে জিজ্ঞেস করতে হবে, কে ? পরিচিত লোক হলে গেট খুলবে। অপরিচিত হলে নুরুকে ইশারা করবে। নুরু চলে যাবে ঘরের ভিতর। তারপর বাচ্চু অপরিচিত লোকের নামধাম জিজ্ঞেস করে তবে গেট খুলবে। ততোক্ষণে হাজি মিয়াচান বারান্দায় এসে দাঁড়াবেন।

হাজি মিয়াচান এখন বাড়িতে নেই। বাজারে গেছেন। গেটে কড়া নাড়ার শব্দে চা গলা দিয়ে নামতে চাইলো না নুরুর। উঠে ভিতরে চলে যাবে কি না ভাবছে, এই অবস্থায় বাচ্চু গিয়ে দাঁড়াল বন্ধ গেটের সামনে। নুরুর তখন মনে হলো, বাজার সেরে বাবাই বোধহয় ফিরেছেন। সে আর উঠল না।

বন্ধ গেটের এপাশ থেকে বাচ্চু জিজ্ঞেস করলো, কেডা ?

ওপাশ থেকে নরম নিরীহ গলায় একজন বললেন, আমার নাম নাসির হোসেন। শ্যামপুর থিকা আসছি।

চান কারে ?

হাজি সাবরে চাই। আমারে তিনি চিনেন।

খালু তো বাড়িতে নাই। বাজারে গেছে।

নুরু আছে না ?

বাচ্চু কথা না বলে নুরুর দিকে তাকাল। শ্যামপুর থিকা আইছে। নাম হইল নাসির হোসেন। খালুরে চায়। আমি কইলাম তিনায় বাজারে গেছেন। তারবাদে আপনের নাম কইলো।

নুরু কয়েক সেকেন্ড ভাবলো, তারপর বলল, গেট খুইলা দে।

বাচ্চু গেট খুলল।

নাসির সাহেবের পরনে সাদার ওপর নীল ডোরাকাটা লুঙ্গি আর সাদা পাঞ্জাবি। মাথায় টুপি। এই বয়সি মানুষজনের অনেকের মাথায়ই এখন টুপি থাকে। আগে সবসময় যাঁরা টুপি পরতেন না তাঁরা এখন টুপি ছাড়া রাস্তাঘাটে বেরোন না।

নাসির সাহেব খুবই স্নিগ্ধ ধরনের মানুষ। টুপি পরার ফলে মাথার চুল পুরো দেখা যাচ্ছে না। তবে নুরু জানে তাঁর মাথার চুল এই বয়সেও বেশ ঘন। কদমছাট দেওয়া। মুখে সুন্দর চাপদাড়ি। কথায় কথায় হাসেন। ফলে খুবই মায়াবী ধরনের মানুষ মনে হয় তাঁকে। বাড়িতে ঢুকেই নুরুকে তিনি ওই কথা বললেন, আমি দুলুর বাবা।

এক চুমুকে চা শেষ করে কাপ নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল নুরু। স্লামালেকুম চাচা। আপনের আর পরিচয় দেওন লাগবো না। আপনেরে আমি বহুত ভালো কইরা চিনি। দুলু তো আমার দোস্ত। আমরা একলগে পোস্তাগোলা হাইস্কুলে পড়ি। দুলু পড়ে সাইন্স আমি আর্টস। আপনেগো শ্যামপুরের বাড়িতে আমি কত গেছি।

হ বাবা, সেইটা আমি জানি। তারপরও নিজের পরিচয় আইজকাল দেওন ভালো।

আসেন, আসেন। ওই বাচ্চু, চাচারে একটা চেয়ার আইনা দে।

নুরু চা খাচ্ছিল বারান্দার মেঝেতে বসে, দেয়ালে হেলান দিয়ে। বাড়িতে ঢুকে দৃশ্যটা দেখেছেন নাসির সাহেব। বললেন, না না চেয়ার লাগবে না।

তয় ঘরে আসেন। ঘরে গিয়া বসেন।

না বাবা, বারান্দার ফ্লোরেই বসি। হাজিসাব মনে হয় বাজারে গেছেন, না ?

জি চাচা। বাজার করার স্বভাবটা বাবার গেল না। রোজ বাজারে যাইবো, কমপক্ষে দুই ঘণ্টা ধইরা বাজার করবো। ওই বাচ্চু, চাচারে এককাপ চা আইনা দে।

না বাবা, আমি এখন আর চা খাবো না।

খান এককাপ। বাবার আইতে দেরি হইব।

আমি তোমার বাবার কাছে আসি নাই।

তয় ?

আইছি তোমার কাছে।

নুরু খুবই অবাক হলো! আমার কাছে ?

হ বাবা।

নুরু বাচ্চুর দিকে তাকাল। যা চা আনতে যা বাচ্চু। দুইকাপ আন। চাচার লগে আমিও খামু নে আরেক কাপ।

ঈদ উৎসব আনন্দ
এবং অন্যমেলা
অন্যমেলা

AMARBOI.COM

নুরুর পরনে লুঙ্গি আর স্যান্ডোগেঞ্জি। লুঙ্গির কোচড় থেকে একটা আধুলি বের করে বাচ্চুর হাতে দিল সে। বাচ্চু ঘরে ঢুকে কেটলি নিল, নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। নুরু গিয়ে গেট বন্ধ করে এলো।

নুরুর ভঙ্গিতেই ততোক্ষণে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছেন নাসির সাহেব। নুরু এসে তাঁর পাশে বসলো। কন চাচা, কন। কী কথা কইবেন, কন।

নাসির সাহেব নুরুর চোখের দিকে তাকালেন। কিছু মনে করবা না তো বাবা?

আরে না চাচা। আপনে আমার দোস্তর বাবা। আপনের কথায় মনে করুম ক্যান? আপনে কন। যা কইতে চান কইয়া ফালান।

দেশে মুক্তিযুদ্ধ চলতাছে আর তোমার বয়সি একটা ছেলে এইভাবে ঘরে বইসা আছে?

নুরু একটু থতমত খেল।

নাসির সাহেব বললেন, মিলিটারিরা দেশটা ধ্বংস কইরা দিতাছে। লাখ লাখ মানুষ মাইরা ফালাইতাছে। শহর ধ্বংস করতাছে, গ্রামে গ্রামে আগুন দিতাছে। দেশের বহুত মানুষ জানের ভয়ে ইন্ডিয়ায় চইলা গেছে। আগরতলায় মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিয়া মুক্তিযোদ্ধারা দেশে ঢুকতাছে। মিলিটারি মারতাছে, রাজাকার মারতাছে।

হ এইগুলি জানি চাচা। আমি তো স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র শুনি। এমন কইরা শুনি, যাতে আমার মা বাপে টের না পায়। আমার বইনরা তিনজনই তো শ্বশুরবাড়ি। বাড়ির একমাত্র পোলা আমি। সবার ছোট। মা বাপে আমারে বহুত আদর করে। দিনে দশবার সাবধান করে, আমি যান স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্র না শুনি, আকাশবাণী কলকাতা না শুনি। আমি যান টেলিভিশন দেখি আর রেডিও পাকিস্তান শুনি। আমি চাচা মা বাপরে বুঝ দেওনের জন্য ওইটা করি ঠিকই। তয় স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্রও শুনি। রোজই শুনি। 'চরমপত্র' শুইনা, খবর শুইনা মুক্তিবাহিনীর সব খবরই পাই।

গেটে কড়া নাড়ার শব্দ হলো।

নুরু উঠে দাঁড়াল। বাচ্চু আইছে।

নুরু গিয়ে গেট খুলল। এলুমিনিয়ামের ছোট্ট কেটলি নিয়ে বাচ্চু ঢুকলো। বাচ্চুর হাত থেকে কেটলিটা নিল নুরু। তুই গেট লাগাইয়া দুইটা কাপ লইয়া আয়।

বাচ্চু তার কাজ সেরে দৌড়ে ভিতর বাড়িতে ঢুকে গেল। কাপ নিয়ে ফিরে আসার পর নুরু বলল, তুই ভিতরে যা। চাচায় আর আমি অহন চা খামু আর গল্প করুম। বাবায় বাজার কইরা আইলে আমি তোরে ডাক দিমু নে। মারে কইচ আমার দোস্তের বাপে আইছে। আমি তার লগে কথা কইতাছি।

আইচ্ছা ভাই।

বাচ্চু তার কিশোর বয়সের চাঞ্চল্য নিয়ে দৌড়ে ভিতরে চলে গেল।

নুরু দুই কাপে চা ঢালল। বিনীয় ভঙ্গিতে একটা কাপ দিল নাসির সাহেবের হাতে। খান চাচা, চা খান। চা খাইতে খাইতে কথা কন।

নাসির সাহেব চায়ের কাপ নিয়ে চুমুক দিলেন। এখন জুলাই মাসের মাঝামাঝি। আইজ ষোলো তারিখ। রাইতে তুমি কি কোনও শব্দ পাও না?

হ পাই তো চাচা। ফুটুর ফাটুর শব্দ ঢাকার টাউনের চাইরদিকেই হয়।

কারা করে জানো?

বাচ্চু চায়ে চুমুক দিয়ে হাসলো। জানুম না ক্যান? মুক্তিবাহিনীরা করে। তারা একেকটা মিলিটারি ক্যাম্প আক্রমণ করে। রাজাকার মারে। আবার ট্যা ট্যা ট্যা শব্দে গুল্লি কইরা মিলিটারি আর রাজাকারগো বুঝায় আমরা তোমগো আশেপাশেই আছি। স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্র থিকা কাদেরিয়া বাহিনীর কথা শুনি, কাদের সিদ্দিকীর কথা শুনি। দেদারছে মিলিটারি আর রাজাকার মারতাছে আমগো মুক্তিযোদ্ধারা। ব্রিজ উড়াইয়া দিতাছে। রাস্তাঘাট ধ্বংস কইরা দিতাছে যাতে মিলিটারিরা গাড়ি লইয়া সব জায়গায় যাইতে না পারে।

নাসির সাহেব আবার তাকালেন নুরুর চোখের দিকে। তুমি দেখি সবই জানো।

হ চাচা জানি সবই।

মুক্তিবাহিনীতে যে তোমার বয়সি ছেলেরাও আছে এইটা জানো?

তাও জানি চাচা।

তারা যদি দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনবাজি রাইখা, মরণের তোয়াক্কা না কইরা যুদ্ধ করতে পারে, তুমি পারতাছো না ক্যান? দেশের জন্য কি তোমার কিছু করা উচিত না?

নুরু মাথা নিচু করলো।

নাসির সাহেব বললেন, দুইদিন আগে পরে বাংলাদেশ স্বাধীন হইবই। দেশ স্বাধীন হওনের পর তোমার মনে হইব না, এই স্বাধীনতায় তোমার কোনও ভূমিকাই নাই। কোনও অবদানই নাই। সবাই যুদ্ধ করছে আর তুমি আছিলা ঘরে বইসা। তোমার দেশের স্বাধীনতা অন্যরা তোমারে আইনা দিছে।

নুরু মুখ তুলল। হ মনে হইব চাচা। বহুত লজ্জা লাগবো আমার।

শোনো বাবা, মানুষের দুইটা মা থাকে। একটা মা গর্ভে ধারণ করেন, জন্ম দেন। আরেক মা হইলেন দেশমাতৃকা। দেশও কিন্তু তোমার মা। মানুষ যেমন গর্ভধারিণীর ঋণ শোধ করার চেষ্টা করে, নানা রকমভাবে মায়ের সেবা করে, বুড়া বয়সে মাকে আগলে রাখে, যদিও মায়ের ঋণ কোনওদিন শোধ করা যায় না, তবু সত্যিকার মানুষ চেষ্টা করে। তোমার মায়ের জন্য তোমার যে দায়িত্ব, দেশ মায়ের জন্যও কিন্তু তোমার সেই দায়িত্ব। এই একটা সুযোগ দেশ মায়ের ঋণ শোধ করার। এই সুযোগ কিন্তু জীবনে তুমি আর না-ও পেতে পারো।

ফুরুক ফুরুক করে পর পর দুবার চায়ে চুমুক দিল নুরু। এইভাবে চিন্তা করি নাই চাচা। কথা ঠিক। আপনের কথা একদম ঠিক।

আমি আসলে এসব বলার জন্যই তোমার কাছে আসছি বাবা।

আমি আপনারে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি চাচা?

করো বাবা, করো।

দুলু কই? মুক্তিযুদ্ধে গেছে?

চা শেষ করে কাপটা নামিয়ে রাখলেন নাসির সাহেব। নুরুর প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন। তুমি একটা কাজ করবা বাবা?

কী কাজ চাচা?

আমার বাড়িতে আসবা?

কবে?

দুয়েকদিনের মধ্যে।

কখন?

যখন তোমার সুবিধা হয়?

কাইল সকালে আসি?

আসো। আসার পর আমি তোমাকে আরও অনেক কথা বলবো। কিন্তু তোমার বাবা মা কি তোমাকে বাড়ি থেকে বেরুতে দিবেন?

সেইটা আমি ম্যানেজ করুম নে।

ঠিক আছে বাবা। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করবো।

নাসির সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। তবে একটা কথা, তোমার মা বাবা এমন কি ওই বাচ্চু ছেলেটা কাউকে বলো না তুমি কোথায় যাচ্ছো, কার কাছে যাচ্ছো।

AMARBOI.COM

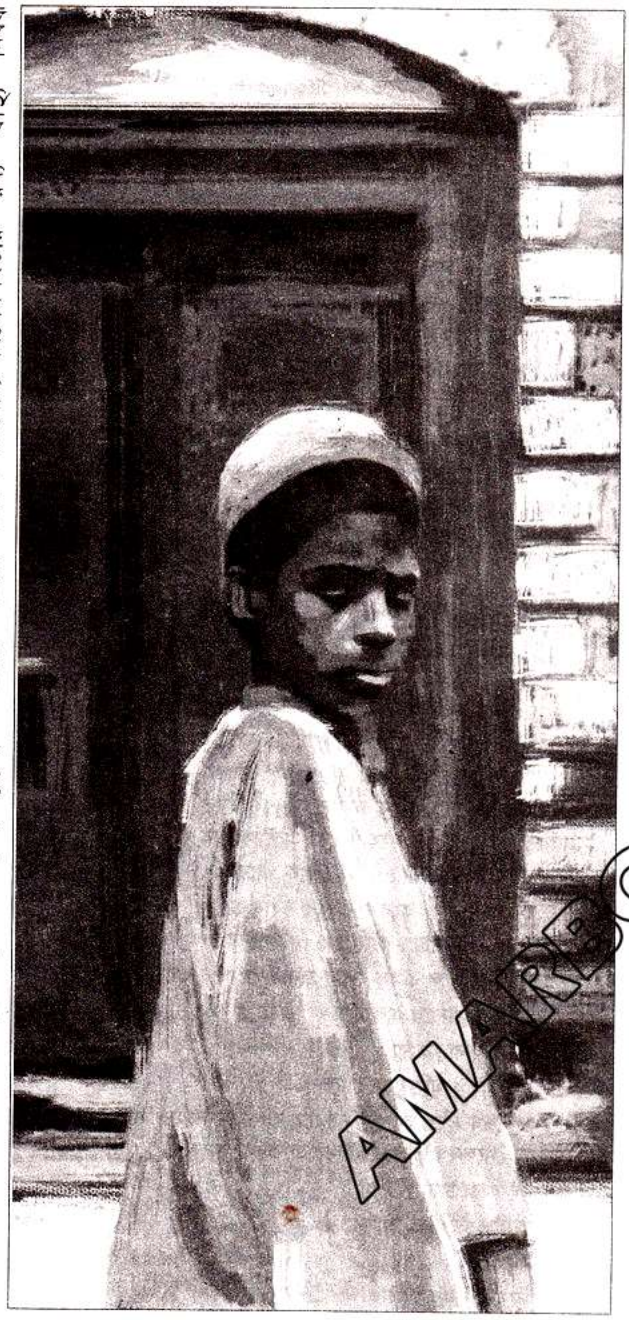

না কমু না। কেউ কিছু বুঝতে পারবো না। এইটা আপনে আমার উপরে ছাইড়া দেন চাচা।

নাসির সাহেব বেরিয়ে যাওয়ার পর গেট বন্ধ করল নুরু।

২

নাসির সাহেবের বাড়িটা রেললাইনের একেবারে পাশে, নামার দিকে।

এই বাড়িতে আসতে হলে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ রেললাইন ধরে হেঁটে আসাই সহজ পথ। আর পশ্চিম দিককার পথে এলে, পোস্তগোলার পশ্চিম পাশ দিয়ে যে রাস্তা চলে গেছে নারায়ণগঞ্জের দিকে, ওই রাস্তা থেকে নেমে এই দিককার পথ ধরলে মানুষের ঘরবাড়ি, ক্ষেতখোলা আর কাদা[illegible]নে। [illegible] তেমুন সুবিধার না, সময়ও লাগে বেশি।

নুরু রেললাইনের পথটাই ধরেছিল।

রেললাইন থেকে ঢালু পথে নেমে দুলুদের বাড়িতে ঢুকেছে। এখন সকাল নটার মতো বাজে। আকাশ মেঘলা। রোদের দেখা নেই ভোর থেকে। যখন তখন বৃষ্টি নামবে। রোদ থাকলে এতটা পথ হেঁটে আসতে আসতে ঘেমে নেয়ে যেতো নুরু।

নুরুর পরনে যেনতেন একটা লুঙ্গি আর পুরানা সাদা পাঞ্জাবি। মাদ্রাসার ছাত্রদের মতো মাথায় গোল টুপি। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় বাবার সঙ্গে দেখা। ফজরের নামাজ পড়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটেন তিনি। পাড়ার তাঁর বয়সি লোকজনের সঙ্গে আড্ডা দেন। কখনও কখনও চা-ও খান সালুর দোকানে বসে। দেশ নিয়ে কথাবার্তা সেই আড্ডায় বলেনই না কেউ। কারণ কোন কথা কীভাবে রাজাকারদের কানে যাবে, কোন বিপদে কে পড়ে যাবেন বলা তো যায় না। আর সালু তার কাস্টমারদের কঠিনভাবে বলে দিয়েছে, আমার এখানে বইসা পাকিস্তান নিয়া, মুক্তিযুদ্ধ নিয়া কোনও কথা বলা যাইবো না। বললে কোনও খাতির নাই। দোকান থিকা বাইর হইয়া যাইতে হইব।

নুরু যখন বেরুচ্ছে হাজি মিয়াচান তখন বাড়িতে ঢুকছেন। নুরুর পিছনে ছিল বাচ্চু। সে বেরুলেই গেট বন্ধ করবে। মা বুয়াকে নিয়ে রান্নাঘরে সকালের নাশতা বানাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে রেখেছিল নুরু।

মা জিজ্ঞেস করেছেন, কই যাইতাছস বিয়ানবেলা ?

মা-বাবার সঙ্গে মিথ্যা বলতে খারাপ লাগে। তাও মিথ্যাই বলেছে নুরু। এইভাবে বাড়িতে বইসা থাকতে ভাল্লাগতাছে না মা। এক দোস্তর কাছে যাইতাছি। ওর কাছ থিকা একখান নোটবই আনতে হইব। পড়ালেখা শুরু করুম।

সেইটা ভালো। বাড়িতে বইসা বইসা পড়। তয় নোটবই আনতে যাবি ক্যান ? তোর নোটবই নাই ?

আছে। আমারটা ও নিছিল। ফিরত দেয় নাই।

দোস্তর নাম কী ?

মুকুল।

থাকে কই ?

এই তো, গেণ্ডারিয়া ইস্কুলের লগে। দীননাথ সেন রোডে।

আবি কুনসুম (কখন) ?

বেশিক্ষণ না মা। বড়জোর একদেড় ঘণ্টা।

সাবধানে যাইচ বাবা।

আইচ্ছা মা।

নুরু পা বাড়িয়েছে, মা বললেন, নাশতাপানি খাইয়া যাবি না ?

সালুর দোকানে খাইয়া লমু নে।

নুরু মাত্র গেট খুলেছে, বাচ্চু আছে পিছনে, সে বেরুলেই গেট বন্ধ করবে, হাজি সাহেব দাঁড়ানো গেটের বাইরে। ছেলেকে এই লেবাসে দেখে অবাক! কী রে নুরু, তোর এই দশা ক্যান ?

নুরু হাসলো। কী দশা বাবা ?

লুঙ্গি পাঞ্জাবি, টুপি। পায়ে পঞ্জের (স্পঞ্জের) স্যান্ডেল।

ইচ্ছা কইরাই পিনছি (পরছি)।

ক্যান ?

আইজ কাইল এই রকম লেবাসে চলাফিরা করা ভালো।

সেইটা আমি জানি। তয় এই বিয়ানবেলা যাচ কই ?

মাকে যা বলেছে বাবাকেও তাই বলল নুরু। শুনে বাবা একটু আমতা আমতা করলেন। বইটা তোর বেশি দরকার ?

বাংলার রূপ
বাঙালির মেলা
অন্যমেলা
বাংলার রূপ | বাঙালির মেলা

AMARBOI.COM

হ বাবা। বাড়িতে বইসা পড়ালেখা শুরু করি। পাকিস্তানিগ পরীক্ষা দিলাম না, তয় দেশ স্বাধীন হইলে পরীক্ষা তো দেওন লাগবো। পড়ালেখার বিরাট ক্ষতি হইতাছে বাঁবা। বইটা আইনা বাড়িতে বইসাই পড়ুম।

যাবি কোন রাস্তায় ?

এই তো, আমগো বাড়ির পিছন দিয়া, ডিআইটি প্লটের ভিতর দিয়া। এইদিকে কোনও ঝামেলা নাই। কবরস্থানের এইদিকে রাজাকার মিলিটারিরা আসে না। আর আমারে এই লেবাসে দেখলে কেউ সন্দেহও করবো না।

তাও সাবধানে যাইচ বাজান।

আইচ্ছা বাবা।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সালুর দোকানে গেছে নুরু। অনেকদিন পর চাপাতি আর নেহারি দিয়ে নাশতা করেছে। পর পর দুকাপ চা খেয়ে পাড়ার চিপাচাপার ভিতর দিয়ে রেললাইনে উঠে সোজা দক্ষিণ দিকে হাঁটা দিয়েছে। মেঘলা থম ধরা আকাশের তলা দিয়ে হেঁটে আসতে ভালোই লেগেছে। অনেকদিন পর এতটা পথ হেঁটে এলো।

দুলুদের বাড়িটা একেবারেই গ্রামের বাড়ি। বারবাড়ির দিকে বসার ঘর। ভিতর বাড়িতে বড় বড় দুটো থাকার ঘর। মাঝখানে বিশাল উঠান। বড়ঘর দুটোর একটা দক্ষিণমুখী আরেকটা পুবমুখী। পুবমুখী ঘরের দক্ষিণ পাশে রান্নাঘর। বসার ঘরটা পশ্চিমমুখী। বাড়ির পুবদিকে রেললাইন, উত্তরে ধানক্ষেত এখন পানিতে ডোবা। বাড়ির পশ্চিমেও ধানক্ষেত। দক্ষিণে দুলুদের নিজস্ব পুকুর। বাড়িতে ঢোকার মুখে একটা কদমগাছ। আর ভিতর বাড়িতে দুটো জামগাছ, তিনচারটা আমগাছ। বসার ঘরের সামনে পেছনে পাতাবাহার বেলি গন্ধরাজ কামিনী এসব গাছ। ঘরগুলো সবই টিনের। শান্ত স্নিগ্ধ একটা পরিবেশ চারদিকে। বাড়ির দুপাশের ধানীজমিগুলো সবই দুলুদের।

নাসির সাহেব বাড়ির ভিতরে ছিলেন। দুলু কী কারণে বারবাড়ির দিকে আসছিল, দুলুর সঙ্গেই প্রথমে দেখা হলো নুরুর।

নুরুকে দেখে দুলু খুবই খুশি। কী দোস্ত, আইছো ?

নুরু হাসল। হ আইলাম।

তার অর্থ হইল বাবায় তোমারে খবর দিছে।

খবর না, সোজা আমগো বাড়িতে গিয়া হাজির।

এ কথা শুনে যতটা অবাক হওয়ার কথা দুলুর ততোটা অবাক সে হলো না। ও, তয় বাবায় সোজা তগো বাড়িতে গেছিল।

হ।

চাচার লগে দেখা হয় নাই ?

না। আমার লগে কথা কইয়াই আইসা পড়ছে।

বাবায় কিন্তু এইটা আমারে কয় নাই।

তাই নাকি ?

হ। আয় দোস্ত, বাড়িতে আয়।

বসার ঘরের একটা দরজা আছে বারবাড়ির দিকে। সেই দরজাটা বন্ধ। নুরু বুঝতে পারল, গ্রামের দিকে হলেও তাদের বাড়ির মতো সাবধানতা এই বাড়িতেও। বারবাড়ির দিককার দরজা আজকাল আর খোলা হয় না।

কদমগাছের পাশ দিয়ে দুলুর সঙ্গে ভিতর বাড়িতে ঢুকল। নুরুর বন্ধুদের মধ্যে দুলু সবচাইতে লম্বা। ছয়ফুট এক ইঞ্চি। শরীর লিকলিকে। দুলু খুবই ঠাট্টাপ্রিয়, রসিক ধরনের ছেলে। কথা বলে মজা করে। বন্ধুদের মধ্যে সে খুবই পপুলার।

বসার ঘরের অন্য দরজাটা পশ্চিমমুখী। সেই দরজা দিয়ে দুলুর সঙ্গে ঘরে ঢুকল নুরু।

বয় দোস্ত।

নুরু একটা হাতলঅলা চেয়ারে বসল। বসে ক্লান্তির একটা হাঁপ ছাড়ল।

এই ঘরে বেশ কয়েকটা চেয়ার আছে, দুলুর পড়ার টেবিল আর চৌকি পাতা আছে। দুলু বসল চৌকিতে। অনেকদিন পরে তরে দেখলাম।

হ আমিও তোরে অনেকদিন পরে দেখলাম।

ওই নুরু দোস্ত বন্ধুগো লগে দেখা হয় ?

নারে। আমার লগে কেউর দেখা সাক্ষাৎ নাই।

আমার লগে আছে।

কার কার ?

আমগো পুরা দলেরই।

মানে ?

মুকুল খোকন বেলাল বজলু হামিদুল। খালি তোর লগেই আছিল না। ওইটাও আইজ হইয়া গেল।

মুকলগো লগে তোর দেখা সাক্ষাৎ কেমতে হয় ? তুই গেণ্ডাইরা যাচ ?

দরকার হইলে যাই। তয় ওরা আমগো বাড়িতে আসে!

তাই নাকি ?

হ।

রেগুলার আসে ?

হ।

ক্যান ?

বাবায় তোরে কিছু কয় নাই ?

না সেইভাবে কিছু কয় নাই। কইছে অন্যকথা।

কী কথা ?

নুরু কথা বলবার আগেই দুলু বলল, কী কইছে বুজছি আমি। মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, তুই কিছু না কইরা ঘরে বইসা রইছস এইসব তো ?

হ।

এর লেইগাই তুই আইজ আইছস না ?

হ।

তয় তো তোরে সব কথাই কওন যায়। তার আগে ক বাড়িতে কী কইয়া আইছস ?

মিছাকথা কইছি। তয় দোস্ত, তোরে আগেই কইয়া রাখি যাওনের সময় আমারে যে কোনও একটা নোটবই দিয়া দিছ।

ক্যান ?

বাড়িতে কইয়াছি এক দোস্তর কাছে নোটবই আনতে যাইতাছি। দেশ স্বাধীন হইলে পরীক্ষা দিতে হইব না ? এর লেইগা লেখাপড়া শুরু করুম।

বুজছি। আইচ্ছা দিমু নে।

অহন যেইটা কইতে চাইছিলি ওইটা ক ?

বাবায় একটা দল বানাইছে।

কিসের দল ?

মুক্তিযোদ্ধার দল।

কচ কী ?

হ। তোরে লইয়া, অর্থাৎ তুই যদি আমগো লগে থাকছ তয় দলটা হইব সাতজনের। আমগো কমান্ডার আছে, আমরা কেউ কেউ ক্র্যাক প্লাটুনের লগে আছি। পাকিস্তানিগ এসএসসি পরীক্ষার সময় ঢাকার যে দুয়েকটা স্কুলে গ্রেনেড চার্জ হইছে, সেইগুলি আমরাই করছি।

বুজছি। তলে তলে আমার দোস্তরা বেবাকতে মুক্তিযোদ্ধা হইয়া গেছে।

হ। খালি তুইই হচ নাই।

আমিও হইতে চাই দোস্ত।

ষোল আনাই দেশি
অন্যমেলা

AMARBOI.COM

সেইটা আমি বুজছি। হইতে চাস দেইখাই আমগো বাড়িতে আইছস।

এইটা ঠিক। নাইলে আইতাম না।

দুলু উঠল। তুই নাশতা করছস ?

হ দোস্ত করছি।

চা খাবি ?

খাইতে পারি।

বয় আমি চায়ের কথা বইলা আসি।

চাচায় বাড়িতে নাই ?

আছে। বাবারেও কইয়া আইতাছি তুই আইছস। বাবায়ই তোরে যা কওনের কইবো।

কী কইবো রে ?

কেমনে কেমনে তুই আমগো লগে কাম কাইজ শুরু করতে পারছ এইসব আর কী।

কিন্তু দোস্ত মুক্তিযোদ্ধা হইতে হইলে তো ট্রেনিং লাগে। আমার তো কোনও ট্রেনিং নাই। থ্রি নট থ্রি রাইফেল, স্টেনগান এইসব আমি চোক্ষেই দেখি নাই। কেমনে রাইফেল চালাইতে হয়, কেমনে স্টেন চালাইতে হয় এইগুলি শিখতেই তো মাসখানেক লাগবো।

এইসব নিয়া তুই চিন্তা করিছ না। খালি রাইফেল আর স্টেনগান দিয়া যুদ্ধ হয় না। আরও বহুত কাম আছে। বাবায় তোরে সেইসব কাম শিখাইয়া দিবো।

চাচায় কি আগরতলায় গেছিল ? ওখান থিকা ট্রেনিং লইয়া আইছে।

না।

তয় ?

বাবার পুরানা ট্রেনিং আছে।

পুরানা ট্রেনিং অর্থ কী ?

ওইটা বাবার মুখ থিকাই শুনিছ।

দুলু আর দাঁড়াল না। রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়েই ফিরে এলো। স্বভাব মতো রসিকতা করল। নুরু, দোস্ত, তোরে তো রাজাকারের মতন লাগতাছে।

নুরু হাসল। হ আমার নিজেরও তাই মনে হইছে। তয় দোস্ত এই লেবাস ছাড়া রাস্তাঘাটে বাইর হওন অসুবিধা।

সেইটা আমি বুজছি। থাক, তুই রাজাকার হইয়াই থাক। বাবার এক লেকচারে আমগো বাড়ি পর্যন্ত আইছস। আইজ আরেক লেকচার দিবো, রাজাকার থিকা তোরে মুক্তিযোদ্ধা বানাইয়া ফালাইবো।

দুলু আর দাঁড়াল না।

৩

সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে আমি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কাজ করতাম।

নুরু চমকে নাসির সাহেবের মুখের দিকে তাকালো। তাই নাকি ?

হ বাবা।

এইটা জানতাম না।

দুলু বলল, আমার দোস্তরা সবাই জানে। তুই জানতি না ক্যান ?

কী জানি ? আমার কানে কথাটা আসে নাই।

নাসির সাহেব বললেন, সেইটা হইতেই পারে।

চায়ের কাপ দুটো পড়ে আছে দুলুর পড়ার টেবিলে। খানিক আগে চা শেষ করেছে ওরা। নাসির সাহেব আজ একটু বেলা করে উঠেছেন। তিনি তাঁর স্বভাব মতো ফজরের আজানের সঙ্গে সঙ্গেই ওঠেন। অজু করে নামাজ পড়েন। এদিক-ওদিক একটু হাঁটেন। পুকুরপারটায় একটু দাঁড়ান, ধানী জমিগুলোর ওদিকটায় যান। তাঁর বাড়ির লাগোয়া কোনও বাড়িঘর নাই। দূরে দূরে আছে। রেললাইনের পুবপাশে বেশ দূরে কয়েকটা বাড়ি, পশ্চিমে তাঁর বাড়ি ছাড়িয়ে ধানী মাঠের ভিতরে দূরে দূরে ছড়ানো বাড়িঘর। উত্তর-দক্ষিণেও একই অবস্থা। কোনও কোনও সকালে পড়শিদের বাড়িতে যান তিনি। কে কেমন আছে খোঁজ-খবর নেন। এদিকটায় রাজাকাররা তেমন আসে না। ঢাকা নারায়ণগঞ্জের রেলে চড়ে মিলিটারি রাজাকাররা যাতায়াত করে। বাড়ি থেকে দৃশ্যটা দেখতে পায় লোকজন। পাড়ায় যুবক ছেলেরা বলতে গেলে কেউ নেই। মেয়েরাও সরে গেছে গ্রামের দিকে, আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে। বয়স্ক মানুষজনরা আছেন, অল্পবয়সি ছেলে, বলতে গেলে কিশোর দুচারজন আছে। নাসির সাহেব তাদের খোঁজ খবরই নিতে যান। তবে নিজের বাড়িতে কী হচ্ছে সেটা কাউকে বুঝতে দেন না।

আজ ফজরের নামাজ পড়ার পর ক্লান্ত লাগছিল। রাতে ঘুমটা ভালো হয়নি। এজন্য নামাজ পড়ে আবার শুয়েছিলেন। দু আড়াইঘণ্টা ভালোই ঘুমিয়েছেন। তারপর উঠে নাশতা করে এই ঘরে এসেছেন। ততোক্ষণে দুলুর মা তাঁকে জানিয়েছেন নুরুর কথা।

নাসির সাহেব বললেন, আমি ছিলাম সাধারণ একজন সৈনিক। সিরিয়ায় পাঠানো হয়েছিল আমাদেরকে। ব্রিটিশদের মধ্যে একমাত্র বাঙালি সৈনিক। আর আমাদের ট্রেনিং যেটা হয়েছিল, ওই জিনিস জীবনে ভোলা সম্ভব না। তোরে তো বলতে অসুবিধা নাই নুরু, আমি এই বাড়িতে বইসা একটু অন্য রকমভাবে মুক্তিযুদ্ধ করতাছি।

কীভাবে চাচা ?

আমি আগরতলা, মেলাঘর ওই সমস্ত জায়গায় যাই নাই। মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নেই নাই। কিন্তু আমি মুক্তিযোদ্ধা। ক্র্যাক প্লাটুনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, আমাদের কমান্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। ঢাকায় যে গেরিলা অপারেশান শুরু হয়েছে এইসব কাজের সঙ্গে আমি যুক্ত। দুলুরেও ট্রেনিংয়ের জন্য কোনওখানে পাঠাই নাই। আমিই ওরে ট্রেনিং দেওয়াইছি।

দুলু বলল, খালি আমারে না। তোর মতন আমার দোস্তগো সবাইরেই কোনও না কোনওভাবে খবর দিয়া আনাইছে বাবায়। নিজে গেছে কারও কারও কাছে। জাহিদ আর খোরশেদ ছাড়া যাগো যাগো নাম কইলাম ওরা সবাই আইছে। সবাই এখন মুক্তিযোদ্ধা।

নুরু বলল, জাহিদের আসার কথাও না।

হ। ওরা হইল ঘটি। ঘটিরা অনেকেই মুক্তিযুদ্ধ সাপোর্ট করে না।

কিন্তু খোরশেদের সমস্যা কী ? ও আসে নাই ক্যান ?

ও মহা ভীতু। ওর জানের মায়া বেশি। ও ঢাকায়ই নাই। বিক্রমপুরের কোন গ্রামে গিয়া বইসা রইছে।

ওই দুলু, পাকিস্তানিরা যে এসএসসি পরীক্ষা নিল, জাহিদ কি পরীক্ষা দিছে নি রে ?

হ দিছে।

আমরা কেউ দিলাম না...

এই পরীক্ষা দিমু ক্যান ? এই পরীক্ষা আমরা মানিই না। পাকিস্তানীরা দুনিয়ার অন্যসব দেশরে বুঝাইতে চাইতাছে পূর্ব পাকিস্তান শান্ত। রাজধানীসহ সব বড় বড় জেলা, গ্রামগঞ্জ সব স্বাভাবিক। এই জন্য পরীক্ষার হলে আমরা গেনেড চার্জ করছি। তয় কোনও ছাত্র শিক্ষকের কোনও ক্ষতি হয় নাই। মানুষ আমরা মারতে চাই না। আতঙ্ক তৈরি করতে চাইছি, ভয় দেখাইতে চাইছি।

তুই মারছিলি কোন স্কুলে ?

পগোজ স্কুলে।

ঘটনাটা ক তো ?

পরে কমু নে। আগে বাবার কথা শোন।

আইচ্ছা আইচ্ছা।

দুলুর ছোটভাই বিলু এককাপ চা এনে দিল নাসির সাহেবের হাতে। যেমন

ঈদ উৎসব আনন্দ
এবং অন্যমেলা
অন্যমেলা
বাংলার রূপ | বাঙালির মেলা

AWARDBOI.COM

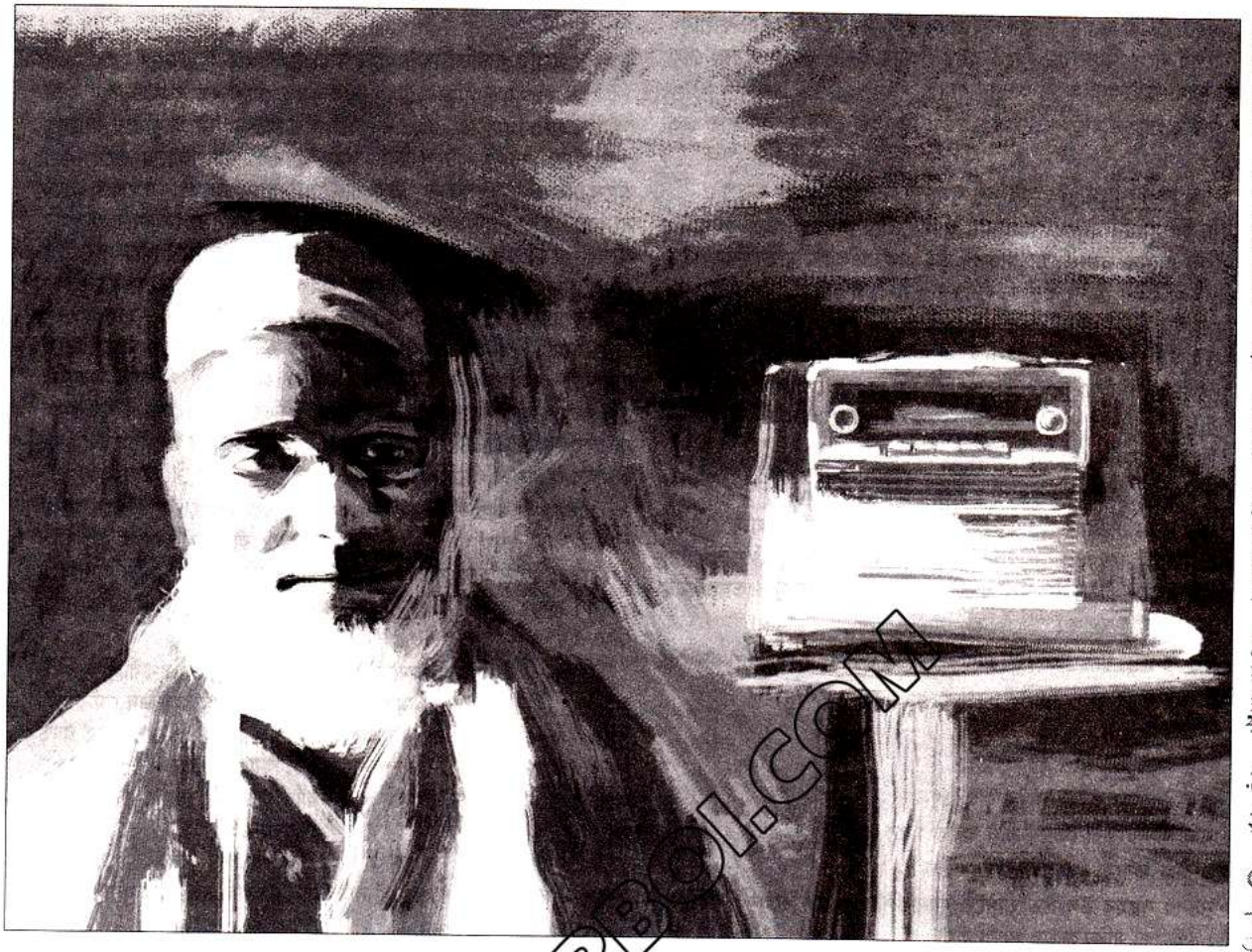

নিঃশব্দে এলো তেমন নিঃশব্দে চলে গেল। বিলু একেবারেই ছোট। পড়ে ক্লাস ফোরে।

নাসির সাহেব চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, এলাকার কেউ জানে না আমি ভিতরে ভিতরে কী করতাছি। সবাই জানে আমি পাকিস্তানের পক্ষের মানুষ। রাজাকাররাও জানে। দুলু তো ছিঁড়া লুঙ্গি গেঞ্জি পইরা এদিক ওদিক যায়, অনেকেই জানে ও লেখাপড়া ছাইড়া দিছে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই। ভাদাইমা টাইপের পোলা। ঈগল বক্স কম্পানিতে লেবারের কাম করে মাঝে মাঝে। আসলে আমরা কী করতাছি এইটা তোরে এখন বলি।

নাসির সাহেব আবার চায়ে চুমুক দিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পরই আমি গোপনে গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করলাম। আমার ঘনিষ্ঠ যাঁরা তাঁদের বললাম, আমি অল্পবয়সি পোলাপান নিয়া অন্যরকমের একটা যুদ্ধ করতে চাই। যত রকমভাবে পারি পাকিস্তানিগো দেইখা নিতে চাই। তোমরা আমারে সাহায্য করো। কী রকম সাহায্য ? সাহায্য হইল আমারে গোলা বারুদ দাও। রাইফেল দিও না, দুই চাইরটা স্টেনগান দাও, পিস্তল রিভলবার দাও। ওইসব অস্ত্র ছোট। লুকাইয়া রাখতে সুবিধা। গোলা বারুদের মধ্যে দিবা গ্রেনেড, এক্সপ্লোসিভ, ডেটনেটর আর ছোট ছোট বোমা বানানোর মাল মসলা। আমি একটা বিচ্ছুবাহিনী তৈরি করুম। আর ঘরে বইসা বইসা ওই বিচ্ছুগুলিরে কীভাবে গ্রেনেড ছুড়তে হয় শিখামু, কীভাবে বোমা ছুড়তে হয় শিখামু। স্টেনগান চালানো শিখামু ঘরে বইসা। একটাও গুলি খরচা করুম না, কোনও শব্দও কেউ শুনবো না কিন্তু কাজটা শিখাইয়া দিমু। এই বিচ্ছুবাহিনী দিয়া আমি যেইটা করুম সেইটা হইল পাকিস্তানিগো ছোট ছোট মিল ফ্যাক্টরি ধ্বংস কইরা দিমু, ছোট ছোট পাওয়ার স্টেশনগুলি ধ্বংস কইরা দিমু। সেই ভাবে তাঁরা আমারে সাহায্য করল। আমি ধীরে ধীরে জিনিসপত্র সব পাইতে লাগলাম। কখনও আমি নিজে গিয়া তাগো কাছ থিকা আনি, কখনও দুলু যাইয়া আনে। আবার তগো দোস্তরা, মুকুল বেলাল খোকনরাও আনে। ছয়জনের একটা দল হইছে। তুই দলে আইলে সাতজনের দল হইব। এই জন্যই আমি তোর কাছে গেছিলাম। ওইসব কথা বইলা তোর মধ্যে দেশের জন্য ভালোবাসাটা তৈরি করতে চাইছি।

দেশীয় পোশাকে
নতুন মাত্রা
অন্যমেলা
বাংলার রূপ | বাঙালির মেলা

নুরু বলল, আমগো পুরা ফ্যামিলি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। আমার বাবায়, মায়, আমার বইনরা বইন জামাইরা। তয় সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে আমরা কেউ যাই নাই। আর আমি তো মা বাপের একমাত্র ছেলে, আমার দিকে তাগো নজরটা বেশি। আমি চাচা ঘরে বইসা থাকি ঠিকই কিন্তু আমার মনটা ছটফট করে। গোপনে স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্র শুনি আর দুঃখে মইরা যাই। দেশের এত এত ছেলে মুক্তিযুদ্ধে গেছে, আর আমি রইছি ঘরে বইসা! আমার বয়স কম। সতেরো বচ্ছর বয়স। এই বয়সের ছেলেও তো অনেকে গেছে মুক্তিযুদ্ধে! দুয়েকবার পলাইয়া যাইতেও চাইছি। মা বাপের কথা ভাইবা যাই নাই।

দুলু বলল, কিন্তু এখন তো আমরা তোরে চাই।

আমিও চাই তগো লগে থাকতে।

বাড়িতে কী কবি ? বাড়ি ম্যানেজ করবি কেমনে ?

AMARBOI.COM

এইটা তোরা আমার উপরে ছাইড়া দে। আমি ম্যানেজ কইরা ফালামু। মা বাপের লগে মিছাকথা কইতে হইব। আমি শুনছি যুদ্ধের সময়, দেশ রক্ষার জন্য মিছাকথা কওন অন্যায় না।

নাসির সাহেব বললেন, ঠিক। এভরি থিং ইজ ফেয়ার, ইন লাভ এন্ড ওয়ার।

লাভ শব্দটা শুনে নুরু আর দুলু দুজনেই মাথা নিচু করে হাসল।

নাসির সাহেব বললেন, এইবার আমি তোরে কাজের পদ্ধতিটা বলি। তুই কিন্তু আমার লগে ভিড়া গেছস। তুই এখন একজন মুক্তিযোদ্ধা। এই মুহূর্ত থিকা তোর ট্রেনিং শুরু হইল। বেশি না তিন চাইরটা জিনিস তোরে আমি শিখামু। দুলু মুকুল খোকন ওগোও এইভাবেই শিখাইছি। কয়েকটা দিন তুই আমার কাছে আসবি। দেড় দুই ঘণ্টা আমার লগে এই ঘরে বসবি, আমি তোরে শিখাইয়া দিমু। তারপর একদম একলা তোরে একটা কাজে পাঠামু।

একদম একলা ?

হ। ক্যান, তোর ভয় করবো ? সাহস নাই ?

নুরু বুক চিতিয়ে বলল, বহুত সাহস আছে চাচা। আমি কোনও কিছুতে ডরাই না। আপনে আমারে ট্রেনিং দেওয়ান, কাজগুলি শিখাইয়া দেন। তারবাদে পাঠান কোনও কাজে দেখবেন আমি কী সুন্দরভাবে সেই কাজ শেষ কইরা আসি।

দুলু বলল, যদি কোনও গেরিলা অপারেশানে গিয়া মিলিটারি বা রাজাকরগো হাতে ধরা পড়ছ ?

না পড়ুম না।

যদি পড়ছ ? পড়লে কী করবি ?

জান গেলেও তগো কেউর নাম বলুম না।

যদি মিলিটারিরা তোরে গুল্লি কইরা মারে ?

মারলে মারবো। দেশের জন্য শহীদ হমু।

নাসির সাহেব উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে নুরুর পিঠ চাপড়ে দিলেন। এই তো চাই। এই তো মুক্তিযোদ্ধার মতো কথা।

একটু থামলেন তিনি। চা শেষ হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। কাপটা তবু হাতে ধরা। হঠাৎই যেন খেয়াল করলেন কাপে চা নেই। খালি কাপটা দুলুর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। দুলু সেই কাপ আগের দুটো কাপের পাশে তার পড়ার টেবিলে রেখে দিল।

নাসির সাহেব বললেন, তবে তোদেরকে একটা কথা আজ আমি পরিষ্কার কইরাই কইতাছি, বাংলাদেশ স্বাধীন হইবই। খুব বেশিদিন লাগবো না এই দেশ স্বাধীন হইতে। কিছু পাকিস্তানি দালাল আর রাজাকার, শান্তিবাহিনী, আল বদর, আল সামস এইসব ছাড়া দেশের সব মানুষ এখন মুক্তিযোদ্ধা। যেই দেশের জন্য এত মানুষ যুদ্ধ করতাছে সেই দেশের স্বাধীনতা কেউ ঠেকায়া রাখতে পারবো না।

নুরু উজ্জ্বল মুখে একবার নাসির সাহেব আরেকবার দুলুর দিকে তাকালো। দুলুকে বলল, আমার অহন কী ইচ্ছা করতাছে জানছ দুলু ?

কী ?

ইচ্ছা করতাছে গলা ফাটাইয়া 'জয়বাংলা' বইলা একটা চিৎকার দেই।

সেই চিৎকার দেওয়ার সময় ঘনাইয়া আসতাছে।

দুলু বলল, এখন তুই একটা কাম করতে পারছ ?

কী কাম ?

যেই আওয়াজে আমার আর বাবার লগে কথা কইতাছস সেই আওয়াজে একবার জয়বাংলা বল।

নুরু মুষ্টিবদ্ধ ডানহাত উপরে তুলে বলল, জয়বাংলা।

বাংলার রূপ
বাঙালির মেলা
অন্যমেলা

নুরুদের মারফি ট্রানজিস্টারটা হাজি মিয়াচানের রুমেই থাকে।

লাল রংয়ের ট্রানজিস্টারটা মাথার কাছে রেখে খুব কম ভল্যুমে খবর শোনেন হাজি মিয়াচান। খবর শুনতে শুনতে অনেক সময়ই ঘুমিয়ে পড়েন। সেই ফাঁকে নুরু পা টিপে টিপে গিয়ে ট্রানজিস্টারটা নিজের রুমে নিয়ে আসে। বাবা টের পান না, টের পান মা। কারণ মা তখনও জেগে। ঘর সংসারের কাজ, নামাজ কালাম শেষ করে তিনি ঘুমান বাবা ঘুমিয়ে যাওয়ার অনেক পরে। বাচ্চু আর বাচ্চুর মা এই বাড়িতে কাজ করে আট-দশ বছর ধরে। বাচ্চুকে কোলে নিয়েই বিধবা মহিলাটি নুরুদের বাড়িতে এসেছিল। চোখের সামনে দিন চলে গেল। বাচ্চু এখন দিনকে দিন বড় হচ্ছে। বেশ চাল্লু ছেলে। বুদ্ধিসুদ্ধি ভালো। কাজ কামে চটপটে। আগে মায়ের সঙ্গে রান্নাঘরে ঘুমাতো। এখন আর মায়ের কাছে থাকে না। নুরুদের ড্রয়িংরুমের এককোণে গরমকালে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে থাকে। শীতকালে মাদুরের ওপর একটা পুরনো বড় সাইজের ছেঁড়া কম্বল বিছিয়ে সেই কম্বলের অর্ধেকটা গায়ে দিয়ে নিজেকে প্যাকেট করে ঘুমিয়ে যায়।

এখন তো আর শীতকাল না। বর্ষাকাল এসে গেছে। ড্রয়িংরুমে মাদুর বিছিয়ে খালি গায়ে ঘুমায় বাচ্চু। পায়ের কাছে রাখে তার ছেঁড়া কাঁথাটা। যে রাতে নিবিড় হয়ে বৃষ্টি নামে সেই রাতে কাঁথা গায়ে দিয়ে আরামছে ঘুমায়। কারণ বৃষ্টির রাতগুলো বেশ শীতল এবছর। নুরুরও চাদর গায়ে দিতে হয়।

আজ রাতেও খবর শুনতে শুনতে হাজি মিয়াচান যথারীতি ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি খুবই নিয়মমানা লোক। বাড়ির কাছেই মসজিদ। মসজিদে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন। এশার নামাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে খাওয়াদাওয়া করেন। নুরুদের বাড়িটা বিঘাখানেকের ওপর। একতলা লম্বা বিল্ডিংটার সামনে পেছনে অনেকখানি জায়গা। রাতের খাওয়া শেষ করে বাড়ির সামনের দিকটায় পনেরো-বিশ মিনিট হাঁটাহাঁটি করেন তিনি। হাতে তসবি। তসবি জপেন আর হাঁটেন। তারপর বিছানায় শুয়ে খবর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েন। ট্রানজিস্টার অফ করতেও ভুলে যান।

আজও তাই করেছেন।

বাবার ঘুমিয়ে পড়ার এই অভ্যাস নুরুর মুখস্থ। সে তালে থাকে কখন বাবা ঘুমাবে, কখন সে ট্রানজিস্টারটা আনবে। স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্র শুনবে, আকাশবাণী কলকাতা শুনবে, বিবিসি শুনবে।

নুরুর এই কায়দাটা বাচ্চু জানে, বাচ্চুর মা আর নুরুর মাও জানেন। কোনও কোনও রাতে হাজি মিয়াচানের ঘুমিয়ে পড়ার খবরটা তারাও দেয় নুরুকে। কেউ কেউ কোনও রাতে ট্রানজিস্টারটা নুরুকে এনেও দেয়।

আজ তেমন কিছু ঘটলো না। নুরু পায়চারি করছিল বারান্দায় আর চোখ রাখছিল বাবার রুমের দিকে। ট্রানজিস্টার লো ভল্যুমে চলছে বলে কোন খবর শুনছেন বাবা বুঝতে পারছিল না নুরু। এক সময় বাবার রুমের দরজা আলতো করে ঠেলা দিয়ে দেখে বাবা যথারীতি ঘুমিয়ে পড়েছেন। পা টিপে টিপে রুমে ঢুকে অতি সাবধানে রেডিও নিয়ে মাত্র বেরিয়ে এসেছে, আলতো করে আগের ভঙ্গিতে ভিড়িয়ে দিয়েছে বাবার রুমের দরজা, মায়ের একেবারে মুখোমুখি।

মাকে দেখে সরল মুখের একটা হাসি দিল নুরু।

মা ফিসফিসে গলায় বললেন, তোর বাবায় টের পায় নাই তো ?

না।

তয় ঠিক আছে।

নুরু তার রুমের দিকে চলে গেল। খাওয়াদাওয়া সেরেছে আগেই। রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বিছানায় বসে ট্রানজিস্টারের নব ঘুরিয়ে স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্র ধরল। এখন গান হচ্ছে স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্রে।

AMARBOI.COM

তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেবো রে
আমরা কজন নবীন মাঝি হাল ধরেছি
শক্ত করে রে...

এই গান শেষ হওয়ার পর আরেক গান—

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য যুদ্ধ করি...

এইসব গান শুনলে শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে নুরুর। নিজেকে এমন কাপুরুষ মনে হয়। দেশে মুক্তিযুদ্ধ চলছে। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে মানুষ। তার বয়সি ছেলেরা, তার চেয়েও কম বয়সি ছেলেরা মুক্তিযোদ্ধা হয়েছে আর সে এতদিন ধরে বাড়িতে বসে আছে! মায়ের আঁচলের তলায়, বাবার চোখের সামনে। তারপরই অনুভূতিটা বদলে গেল নুরুর। না সে এখন আর মায়ের আঁচলের তলায় বসে নেই, সে এখন আর বাবার চোখের সামনে বসে নেই। সে ধীরে ধীরে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে উঠছে। দুলুর বাবা নাসির সাহেব তার শ্যামপুরের বাড়িতে বসেই নুরুকে ট্রেনিং দেওয়াচ্ছেন। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই সে শিখে ফেলেছে কেমন করে গ্রেনেড চার্জ করতে হয়, এক্সপ্লোসিভ ডেটনেটর দিয়ে কীভাবে ছোট ছোট বোমা বানাতে হয়। ধোলাইপারের ওদিককার এক রাজাকারের লেদ মেশিনের কারখানায় এর মধ্যেই একদিন একটা ছোট বোমা মেরে এসেছে। একদম একা করেছে কাজটা। ক্ষয়ক্ষতি তেমন কিছুই হয় নি কারখানাটির। তবে রাজাকারের কর্মচারীরা বিরাট ভয় পেয়েছে। কারখানা এখন বন্ধ। কেউ কাজে আসে না।

গানের পর এখন শুরু হয়েছে 'চরমপত্র'। ইস এই অনুষ্ঠানটা যে কী মজার আর উদ্দীপনার! কোথায় মুক্তিযোদ্ধারা কজন মিলিটারি মারলো, কোথায় মুক্তিযোদ্ধারা ভয়ে জান নিয়ে পালালো রাজাকারের দল, কোথায় কোন ব্রিজ উড়িয়ে দিল মুক্তিযোদ্ধারা এইসব ঘটনা এমন মজাদার ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়, শুনতে শুনতে নেশা ধরে যায়। শরীরের রক্ত ফুটতে থাকে টগবগ করে। ইচ্ছে করে এখনই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে। যেখানে যত মিলিটারি আর রাজাকার আছে, স্বাধীনতাবিরোধী আছে সবগুলোকে শেষ করে দিতে।

কী করছ, নুরু?

বিছানায় শুয়ে বালিশের পাশে ট্রানজিস্টার রেখেছে নুরু। কান লাগিয়ে রেখেছে প্রায় টানজিস্টারের সঙ্গে। ঘরের লাইট অফ করা। তবে একটা কাজ করতে নুরু আজ ভুলে গিয়েছিল, দরজাটা বন্ধ করা হয়নি। বাবার রুম থেকে ট্রানজিস্টার আনার পর দরজা বন্ধ করে দেয় সে। স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্র শুনে, আকাশবাণী কলকাতা শুনে, কখনও কখনও বিবিসি ভয়েস অফ আমেরিকা শুনে দরজা খুলে আবার বেরোয়। মা জেগে থাকেন অনেক রাত পর্যন্ত। ঘরের দরজা খুললে সেই শব্দ পান মা। নিজে উঠে নিঃশব্দে দরজা খুলে ট্রানজিস্টার নিয়ে বাবার মাথার কাছে আগের জায়গায় রেখে দেন। আর হাজি মিয়াচানের ঘুম খুবই গভীর। যখন চাইবেন তখনই ঘুমিয়ে যেতে পারবেন। এবং সেই ঘুম যেনতেন ঘুম না। গভীর ঘুম। মৃদু নাকও ডাকেন। সারারাতে ঘুম আর ভাঙে না। ওঠেন ফজরের আজানের সময়।

আজও নাক ডাকিয়েই ঘুমাচ্ছিলেন তিনি। ট্রানজিস্টার চলছিল, হাজি মিয়াচান গেছেন ঘুমিয়ে। সেই ফাঁকে নুরু তার কাজ করেছে। কিন্তু নিজের রুমের দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল।

অবশ্য মা একদিন বলেছিলেন, দুয়ার বন্ধ করনের দরকার কী? খোলাই রাখিছ। আমিও আমগো ঘরের দুয়ার খোলা রাখুম নে। তয় ঝামেলা কম হইব।

নুরু বলেছে, না মা। দরজা বন্ধ করা ভালো। এখন যাই করতে হয়, সাবধানে করতে হবে।

বাড়ির ভিতর আমরা তো সাবধানেই থাকি। দরজা জানালা বন্ধ রাখি এমন ভাবে, বাড়িঘরের আলো বাইরেই যায় না।

তারপরও।

ষোল আনাই দেশি
অন্যমেলা
বাংলার রূপ | বাঙালির মেলা

কিন্তু তোর বাবায় যদি কোনও রাত্রে টের পায়...

পাইলে আর কী হইব? বকাঝকা করবো আমারে। দরকার হইলে বকা খামু।

আজ সেই বকাটা খাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেল নুরু। তারপর অন্য একটা ভয়ও পেল। আজকের পর নিশ্চয় ট্রানজিস্টারটা আলমারিতে তালা দিয়ে রাখবেন বাবা। স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্র আর শোনা যাবে না। 'চরমপত্র' শোনা যাবে না।

ইস, সর্বনাশ হয়ে গেল।

ট্রানজিস্টার অফ করে নুরু তখন উঠে বসেছে। ধরা যখন পড়ে গেছে তখন আর মিথ্যা কথা বলে লাভ কী? খুবই নিরীহ গলায় বলল, রেডিও শুনি বাবা।

হাজি মিয়াচানের একটা বদস্বভাব আছে, হঠাৎ রেগে যান। রেগে যাওয়া মানে চিৎকার আর ধমক। দরকার হলে চড়চাপড় মারা। আর হাতের পাঞ্জা এতবড়, মাঝারি সাইজের চড়ও যদি মারেন, দাঁত নড়ে যেতে পারে। আঙুলের দাগ বসে যেতে পারে গালে। আর মাথা ঘুরতে থাকবো বো বো করে।

বাবার ওরকম চড় খাওয়ার অভিজ্ঞতা নুরুর আছে।

আল্লাহপাকই জানেন এখন কী হবে!

বাবা বললেন, কী শুনতাছিলি?

গলা খুবই নরম, স্বাভাবিক। রাগ ক্রোধের চিহ্নমাত্র নেই।

নুরু অবাক হলো! এত শান্ত স্বর বাবার! এটা কি রেগে যাওয়ার আগের লক্ষণ।

তবু সাহস হারালো না নুরু। বলল, স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্র শুনি, আকাশবাণী শুনি।

বিবিসি শোনছ না?

সেইটাও শুনি।

অন্ধকার ঘরে কেউ কারো মুখ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না।

নুরু বলল, লাইট জ্বালামু বাবা?

না না, এত রাত্রে লাইট জ্বালানের কাম নাই। প্রতিটি মিনিট সাবধানে থাকতে হইব।

নুরু সাহস করে বলল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি বাবা?

কী?

আপনে এতরাত্রে আমার রুমে আসলেন, আমি আপনের রুম থিকা ট্রানজিস্টার নিয়া আসলাম...

আর আমি একটুও রাগ করতাছি না, এই তো?

হ।

এইটা তো নতুন ঘটনা না।

জি?

তুই তো রোজই করছ।

আপনে জানেন?

জানুম না ক্যান? তর মায় তোর জন্য রাইত জাইগা থাকে। বেবাক আমি জানি, বেবাক আমি টের পাই।

তয় কোনওদিন দেখি কিছু কন নাই?

কওনের কিছু নাই। কাজটা তো তোরা সাবধানেই করছ। তয় এত কিছুর কাম নাই। টেনজিস্টার (ট্রানজিস্টার) যখন দরকার তুই আনিছ। তোর মারে রাইত জাগাইয়া রাখিছ না। সারাদিন কাজ করে সংসারের। তারবাদে তোর জন্য রাইত জাইগা বইসা থাকে।

বাবার কথা শুনে এত খুশি হলো নুরু, ইচ্ছে করলো উঠে দুহাতে বাবাকে জড়িয়ে ধরে।

AMARBOI.COM

সেটা না করে অন্য একটা কথা বলল সে। আমি একটা কথা কই বাবা ?

ক।

আমারে ছোট্ট একটা ট্রানজিস্টার কিনা দেন। তয় আর আপনের ট্রানজিস্টার নিয়া টানাটানি করতে হইব না।

না রে বাবা, এখন এইটা করন যাইবো না।

ক্যান ?

তুই ভাবিস না টাকা-পয়সার কারণে কথাটা আমি বলছি।

তয় ?

একটা ছোট্ট ট্রানজিস্টারের দাম আর কয় টাকা! কাইলই তোরে আমি কিনা দিতে পারি।

তাইলে কিনা দেন বাবা।

কইলাম না, কিনোন যাইবো না। অসুবিধা আছে।

কী অসুবিধা ?

রেডিও ট্রানজিস্টার এইসবের দোকানগুলির সামনে রাজাকাররা থাকে ছদ্মবেশে। কে ওইসব জিনিস কিনলো তাগো ফলো করে। ফলো করতে করতে বাড়ি পর্যন্ত আসে। গোপনে খোঁজখবর রাখে স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্র কেউ শোনে কি না। তারপরই মিলিটারিগ গিয়া খবর দেয়।

ঠিক, একদম ঠিক বাবা।

তুই যুবক হইয়া উঠতাছস। যদি রাজাকার মিলিটারিগ নজরে পইড়া যাচ তয় বিরাট বিপদ হইব। আমি আর তোর মায় তোরে চোখে চোখে রাখি, এত সাবধানে রাখি এই জন্যই।

কিন্তু বাবা, আমার বয়সি অনেক ছেলে তো মুক্তিযোদ্ধা হইছে।

তা হইছে!

তয় আমারে আপনেরা আটকাইয়া রাখছেন কেন ?

তুই আমার একমাত্র ছেলে।

অনেক মা বাপের একমাত্র ছেলেও মুক্তিযুদ্ধে গেছে। শহীদও হইছে

তা হইছে।

বাবা একটু থামলেন। তারপর বললেন, বাদ দে এইসব কথা। টেনজিস্টার লইয়া এইসব চালাকির আর দরকার নাই। আমি তোর মায়রেও বইলা দিমু নে, যখন তোর দরকার তুই টেনজিস্টার শুনিছ। তয় বাজান বাড়ির বাইরে বেশি যাতায়াত করিছ না। অবস্থা খুব খারাপ।

কী রকম খারাপ বাবা ? আপনের কাছে নতুন কোনও খবর আছে ?

আছে।

কী খবর ?

ঢাকা শহরে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা ঢুইকা গেছে।

সেইটা আমিও জানি।

কেমনে জানছ ?

ওই যে মাঝে মাঝে দোস্ত বন্ধুগো কাছে বইপত্র আনতে যাই, তাগো কাছে শুনি।

তোর দোস্ত বন্ধুরা কেউ মুক্তিবাহিনীতে যায় নাই ?

না বাবা।

একজনও না ?

না।

তয় আমার যদি দুইটা ছেলে থাকতো, অবশ্যই একজনরে আমি মুক্তিযুদ্ধে পাঠাইতাম। দেশের জন্য একজনরে উৎসর্গ কইরা দিতাম। যদি সে শহীদও হইত আমার কোনও দুঃখ থাকতো না। আমি বরং গৌরব করতাম যে আমার এক ছেলে মুক্তিযাদ্ধা। আমার ছেলে দেশের জন্য শহীদ হইছে।

বাবার কথা শুনে এত মুগ্ধ হলো নুরু, সে কোনও কথাই বলতে পারল না। আজ রাতে সে যেন অন্য এক হাজি মিয়াচানকে আবিষ্কার করল। একজন দেশপ্রেমিক খাঁটি বাঙালিকে আবিষ্কার করল। তারপর মনে মনে বলল, আপনি মন খারাপ করবেন না বাবা। আপনার একমাত্র ছেলেটিই মুক্তিযোদ্ধা। এই ছেলেকে নিয়েই আপনি একদিন গর্ব করবেন।

বাবা বললেন, ম্যালা রাইত হইছে। এখন ঘুমা।

বাবা ধীর পায়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ করল নুরু। তারপর আকাশবাণী কলকাতা ধরল। সেখানে গান হচ্ছে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান

মাগো ভাবনা কেন
আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে
তবু শত্রু এলে অস্ত্রহাতে ধরতে জানি
আমরা প্রতিবাদ করতে জানি...

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতে দেখতে সেরাতে নুরুর ঘুমই হলো না। কাল সকালে দুলুদের বাড়ি যেতে হবে। ঘুম না হলে একটু ক্লান্ত লাগবে। তাতে কী ? দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য দেশের কোটি কোটি মানুষের চোখে ঘুম নেই। লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার চোখে ঘুম নেই, আর নুরুর একরাত ঘুম না হলে কী হয়!

৫

দুলু মুকুল খোকন বেলাল হামিদুল ওদের কাছে অনেক খবর।

ঢাকা শহরের কোথায় কী ঘটছে, দেশের কোথায় কী ঘটছে কমবেশি সবই জানে। সবচে বেশি জানে গেণ্ডারিয়া সূত্রাপুর শ্যামবাজার এইসব এলাকার কথা। এইসব এলাকার কারা কারা পাকিস্তানিদের দালালি করছে, মুক্তিযুদ্ধে গেছে কারা কারা সবই ওরা জানে।

দুপুরের পর নুরুরা সবাই আজ দুলুদের বাড়িতে।

নাসির সাহেব বাড়িতে নেই। দুপুরের আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন। দুলু বলেছে, নারিন্দার ওদিকে গেছেন কাজে। কী কাজ সেটা ওরা সবাই বুঝেছে। ক্র্যাক প্লাটুনের একজনের সঙ্গে দেখা করবেন। বাজারের ব্যাগে করে কিছু জিনিসপত্র আনবেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা রেললাইন ধরে হাঁটা দিয়েছেন। বড় একটা প্ল্যান আছে সেই প্ল্যান নিয়েও আলোচনা করবেন। ফিরতে ফিরতে বিকাল হয়ে যাবে। তবে দুলুকে বলে গেছেন সবাই যেন থাকে। বাড়ি এসে তাদের নিয়ে বসবেন। প্ল্যান জানাবেন, কী কী আনলেন দেখাবেন।

এই ফাঁকে ওরা ছয়বন্ধু চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে।

নুরু অনেক খবরই রাখে না। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বাড়ি থেকে বেরোনোই নিষেধ, জানবে কী করে ? এই কিছুদিন হলো দুলুদের বাড়িতে আসছে। নাসির সাহেবের কাছে ট্রেনিং নিচ্ছে। একা ছোট্ট একটা অপারেশনও করেছে। সাকসেসফুল অপারেশন। নাসির সাহেব খুবই খুশি হয়েছেন। অপারেশন সেরে ফিরে আসার পরদিন চাপড়ে দিয়ে বলেছেন, তুই পারবি। খুব ভালো পারবি। আমি যোদ্ধা চিনতে ভুল করি নাই।

কিন্তু যে কথা নুরুর জানতে ইচ্ছা করে সেটা হলো তাদের গেণ্ডারিয়া হাইস্কুলের হেডস্যারের কথা। স্যার হিন্দু মানুষ। আছেন কোথায় ? বেঁচে আছেন তো ? মিলিটারিরা হিন্দু শুনলেই তো গুলি করে!

অনেকবার ভেবেছে কথাটা দুলুকে জিজ্ঞেস করবে। এই বাড়িতে আসার পর কাজের চাপে ভুলে গেছে। আজ এখন কোনও কাজ নাই, শুধু আড্ডা। এখন কথাটা জিজ্ঞেস করা যায়।

নুরু দুলুর দিকে তাকাল। ওই দুলু, আমারে একটা খবর দিতে পারছ ?

ঈদ উৎসব আনন্দ
এবং অন্যমেলা
অন্যমেলা
বাংলার রূপ | বাঙালির মেলা

AMARBOI.COM

কী খবর ?

আমাদের হেডস্যারের খবর!

মুকুল বলল, আমি পারি।

খোকন বলল, স্যার যে বাঁইচা আছেন এইটা আমি জানি।

কই আছে জানচ ?

পুরাপুরি জানি না। শুনছিলাম বিক্রমপুরের কোন গ্রামে আছেন।

না, স্যার ঢাকায়ই আছেন।

নুরু খুবই অবাক হলো! নুরুর মতো বেলাল হামিদুল খোকনও অবাক! নুরু কথা বলবার আগেই খোকন বলল, ঢাকায় আছেন ?

মুকুল বলল, হ।

দুলু বলল, তুই ঠিক জানচ ?

একদম ঠিক জানি।

কই আছেন ক তো ?

পাটুয়াটুলীর ওইদিককার চিপাগল্লির ভিতর, এক বাড়িতে।

কে কইছে তোরে ?

আমি শুনছি। আমাদের হামিদ স্যার আছেন না, হামিদ স্যার রেগুলার হেডস্যারের লগে যোগাযোগ রাখতাছে। স্যার তো জমিদার বংশের লোক। খারাপ খবর পাইতে পারেন না, খারাপ বিছানায় ঘুমাইতে পারেন না, খারাপ জামাকাপড় পরতে পারেন না।

বেলাল বলল, হামিদ স্যার ওইসব জোগান দেয়।

হ। খুব সাবধানে কাজটা হামিদ স্যার করতাছেন।

দুলু বলল, এইবার আমার কাছে একটা খবর শুনবি ?

নুরু বলল, কার খবর ?

মনিজা রহমান গার্লস স্কুলের হেড মিসট্রেস বাসন্তী আপার খবর।

হামিদুল বলল, বাসন্তী আপার হাজব্যান্ড ছিলেন ঢাকা ইউনিভার্সিটির বিরাট নামকরা প্রফেসর।

হ। জ্যোর্তিময় গুহঠাকুরতা।

খোকন বলল, তাঁরে তো শুনছি পঁচিশে মার্চ রাত্রে ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টারে গুলি কইরা মারছে।

দুলু বলল, হ গুলি করছে ঠিকই কিন্তু তিনি মারা গেছেন চাইরদিন না পাঁচদিন পর। উনত্রিশ না তিরিশ তারিখে যেন।

নুরু বলল, এই কয়দিন আছিলেন কোথায় ?

ঢাকা মেডিকেলে।

তাই নাকি ?

হ। আর আপার মেয়েটা ?

মেয়েটার নাম দোলা।

সেইটা জানি।

সে আমাদের ক্লাসেই পড়ে। এইবার এসএসসি দেওয়ার কথা আছিল।

দোলা কোথায় ?

বাসন্তী আপা আর দোলাও ঢাকাতেই আছে। আপা বোরখা পইরা স্কুলেও আসছেন।

তাই নাকি ?

হ। হামিদ স্যার একদিন তাঁরে আমাদের হেডস্যারের লগে দেখা করাইতে লইয়া গেছিল।

দেশীয় পোশাকে
নতুন মাত্রা
অন্যমেলা
বাংলার রূপ | বাঙালির মেলা

AMARBOI.COM

খোকন আকাশ থেকে পড়ল। কচ কী ?

হ।

আপার তো সাহস অনেক। এই অবস্থায় হিন্দু মানুষ ঢাকা শহরে ঘুইরা বেড়াইতাছে।

হামিদুল বলল, আল্লায় কাউরে বাঁচাইলে তারে কেউ মারতে পারে না।

বেলাল বলল, পাকিস্তানি শুয়োরের বাচ্চারা তো আল্লাহপাকের কথা মনেই রাখে না। তাঁর কথা মনে রাখলে এইভাবে মানুষ মারতে পারে ?

দুলু বলল, দোলারে নিয়া বাসন্তী আপা আছেন হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে। ওখানকার একটা কোয়ার্টারে। পলায়া আছেন। কেউ বুঝতে পারতাছে না।

নুরু বলল, তুই জানিস কেমনে ?

মুক্তিযোদ্ধারা সব জানে।

মুকুল বলল, কিন্তু একজন মানুষের জন্য আমার বড় দুঃখ লাগে রে ?

খোকন বলল, কার জন্য।

শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র ঘোষ।

সাধনার মালিক ?

হ সাধনা ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। বিরাট শিক্ষিত মানুষ আছিলেন। তাঁর জন্য সারা পৃথিবীতে সাধনা ঔষধালয়ের নাম। দুনিয়ার প্রত্যেকটা বড় শহরে নাকি সাধনা ঔষধালয়ের ব্রাঞ্চ আছে।

বেলাল বলল, এইটা আমিও শুনছি।

হামিদুল বলল, আমি তো থাকি বাইন্নানগর (বানিয়ানগর)। এপ্রিলের চাইর তারিখে শুনলাম যোগেশ বাবুরে মিলিটারিরা আইসা গুল্লি করছে। লাশ ফালাইয়া রাইখা গেছে সাধনার সামনের রাস্তায়। একবার দেখতে যাইতে চাইলাম, মায় যাইতে দিল না।

নুরু বলল, তিনি সাধনার ভিতরে রইয়া গেছিলেন ক্যান ? আমাদের হেডস্যারের মতন, বাসন্তী আপার মতন কোনওখানে সইরা গেলেই তো পারতেন।

হামিদুল বলল, পরে আমি শুনছি, পাড়ার মুরব্বিরা তাঁরে বলছিল, দাদা, আপনে এখানে থাইকেন না। সইরা যান।

মুকুল বলল, তিনি থাকতেন তো সাধনার কারখানার ভিতরেই।

হ। ভিতরে তাঁর থাকার রুম আছিল।

তারপর কী হইল বল তো ?

পাড়ার মুরব্বিরা যখন ওই কথা বলল, শুইনা তিনি বললেন, আমার এত বয়স হইছে। এই বয়সি একজন মানুষরে মাইরা ওগো লাভ কী ? আর যদি মারেই তবে কী আর করা যাবে!

দুলু বলল, তিনি থাকতেন একা। নিজের গবেষণা নিয়া, সাধনার উন্নতি নিয়া চিন্তা করতেন। সংসারে কেউ ছিল না। সর্বশেষ চাকরি করেছেন জগন্নাথ কলেজে। প্রফেসর ছিলেন।

তখন সাধনার আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা আর ওষুধ তৈরি নিয়া গবেষণা করতেন না ?

করতেন। কলেজে প্রফেসারিও করতেন, আয়ুর্বেদীয় চর্চাও করতেন।

মুকুল বলল, যোগেশ বাবুরে নিয়া আমি দুইটা তথ্য জানি।

আমরা সবাই একসঙ্গে মুকুলের দিকে তাকালাম। কী তথ্য ?

তিনি রোজ মাথায় তেল দিতেন।

দুলু বলল, এইটা তো হইতেই পারে। অনেকেই রোজ মাথায় তেল দেয়।

কিন্তু কথা অন্য জায়গায়। তিনি মাথায় দিতেন তাঁর নিজের তৈরি মহাভৃঙ্গরাজ তেল। এই তেল ছাড়া অন্য তেল দিতেন না।

নুরু আরেকটা তথ্য কী ?

তাঁর একটা নেশা ছিল।

কী নেশা ?

চায়ের।

দুলু আগের মতোই বলল, চায়ের নেশা বহুত মানুষের থাকে।

কিন্তু তাঁরটা অন্যরকম।

কী রকম বল ?

তিনি দিনে নয়বার চা খাইতেন।

তাই নাকি ?

হ। ঘড়ি ধইরা ধইরা, টাইম মিলাইয়া নয়বার চা খাইতেন।

বেলাল বলল, বড় মানুষদের যে কত রকমের অভ্যাস থাকে!

মুকুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, পাকিস্তানি শুয়োরের বাচ্চারা এমন একজন মানুষরে গুল্লি কইরা মারলো।

দুলু দাঁতে দাঁত চেপে বলল, ওই শালাগোও আমরা ছাড়ুম না। একটা একটা কইরা মারুম।

বিকেল প্রায় হয়ে এসেছে। বেলাল বলল, দুলু, খিদা লাইগা গেছে দোস্ত। চা বিস্কুট খাওয়া। যা খালাম্মারে গিয়া বইলা আয়।

দুলু বলল, বলতে হইব না। ওই যে চা আর টোস্ট বিস্কুট আইসা পড়ছে।

সবাই একসঙ্গে দরজার দিকে তাকাল। বিলু একটা ট্রেতে করে ছয়কাপ চা আর কোয়ার্টার প্লেটভর্তি টোস্ট বিস্কুট নিয়ে তখনই দুলুর রুমে ঢুকল। দুলু হাত বাড়িয়ে ট্রেটা নিল। নুরুরা প্রত্যেকে চায়ের কাপ নিল, টোস্ট বিস্কুট নিল। চায়ে টোস্ট বিস্কুট ভিজিয়ে ভিজিয়ে খেতে লাগল।

বজলু এসে ঢুকল এসময়।

সে থাকে গোপীবাগ। মামা বিশাল বড়লোক। সেই বাড়িতে থেকে পড়ালেখা করে। দুলুদের বাড়ি থেকে গোপীবাগ বেশ দূর। এতটা দূর এসেছে তারপরও বজলুর চেহারায় ক্লান্তি নেই।

দুলু বলল, এত দূর থিকা আসলা বন্ধু, তারপরও দেখি হিরোর মতন লাগতাছে।

বজলু হাসল। রিকশা কইরা আইছি।

মুকুল বলল, পুরা রাস্তা ?

না। ডায়না সিনেমাহলের এইদিক পর্যন্ত।

তারপর তো হাঁইটা আইছস ?

হ।

দুলু বলল, তারপর চেহারা মাখখনের (মাখনের) লাহান।

নুরুরা চা টোস্ট বিস্কুট খেতে খেতে হাসতে লাগল।

বজলু বলল, দুলু, আমারে চা বিস্কুট দিতে ক।

অহন আর নতুন কইরা চা বানান যাইবো না। মায় রাগ করবো। খালি টোস্ট বিস্কুট খা।

বেলাল বলল, দুলু, বিলুরে ক খালি একটা কাপ দিতে। আমগো কাপ থিকা একটু একটু কইরা চা দিলে ওর এককাপ হইয়া যাইবো।

নুরু বলল, এইটা ভালো বুদ্ধি।

দুলু চিৎকার করে বিলুকে ডাকলো। বিলু, একটা খালি কাপ দিয়া যা।

মুহূর্তেই খালি কাপ দিয়ে গেল বিলু।

নুরুরা তারপর প্রত্যেকের কাপ থেকে একটু একটু করে চা ঢালল খালিকাপে। পুরো এককাপ চা হলো। বজলু কাপটা নিয়ে অন্যদের মতো টোস্ট বিস্কুট ভিজিয়ে ভিজিয়ে খেতে লাগল।

হামিদুল বলল, খবর কী রে বজলু ?

খবর দারুণ।

খোকন বলল, কেমন ?

তোরা স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্র শোনছ না ?

নুরু বলল, রোজই শুনি।

বাংলার রূপ
বাঙালির মেলা
অন্যমেলা

AMARBOI.COM

তয় তো খবর সব জানার কথা। মুক্তিবাহিনী তো নাস্তানাবুদ কইরা ফালাইতাছে মিলিটারি আর রাজাকারগো।

দুলু বলল, দেশ স্বাধীন হইতে বেশিদিন লাগবো না। ইন্ডিয়া যেইভাবে হেল্প করতাছে, আমগো মুক্তিযোদ্ধারা যেইভাবে যুদ্ধ করতাছে, বাঘা কাদের (কাদের সিদ্দিকী) তাঁর বাহিনী নিয়া যেইভাবে স্বাধীনতাবিরোধী আর পাকিস্তানি মিলিটারি মারতাছে, দেশ আল্লার রহমতে স্বাধীন হইবই।

নুরুদের দলের প্রত্যেকেই মধ্যবিত্ত, ভালো ঘরের ছেলে। প্রত্যেকের বাড়ির অবস্থাই ভালো। কিন্তু এখন তাদের চেহারা আর পোশাক আশাকের দিকে তাকালে তেমন মনে হয় না। মনে হয় অতি দীনদরিদ্র পরিবারের খেটে খাওয়া ছেলে। মিল কারখানা আর নয়তো দোকানপাটে কাজ করে, চা মিষ্টির দোকানের কর্মচারী। কারো পরনে লুঙ্গি আর পুরনো শার্ট, কারো পরনে ছেঁড়া ফুলপ্যান্ট, ছেঁড়া শার্ট। দুলু পরে আছে লুঙ্গি আর ছেঁড়া একটা গেঞ্জি।

নুরু বলল, মুকুল, তুই তো গেণ্ডাইরা থাকছ। আমগো হিন্দু দোস্তবন্ধুগো খবর কী রে ?

চায়ে ভেজানো টোস্ট বিস্কুট মুখে ছিল মুকুলের। সেটা গিলে বলল, কার কথা জানতে চাস ?

মানবেন্দ্রর খবর কী ?

দুলু বলল, ওর খবর আমারে জিগা (জিজ্ঞেস করা)।

জিগাইলাম।

ওরা আছে বিক্রমপুরের ইছাপুরা গ্রামে।

গেণ্ডাইরা বাড়ি ?

ওগো বাড়িটা ওই এলাকার সবচে' বড়বাড়ি। রাজাকাররা দখল করছে।

মুকুল বলল, পঁচিশে মার্চের পর ওরা সবাই ইছাপুরা চইলা গেছে। মানবেন্দ্রর এক কাকা আছিল বাড়িতে। ওই যে মাথায় একটু গণ্ডগোল আছে যেই কাকার। পরে সেও চইলা গেছে।

দুলু ফুরুক করে চায়ে চুমুক দিল। মানবেন্দ্ররে নিয়া আমি একটা দারুণ খবর দিতে পারি। তোরা চমকাইয়া যাবি।

নুরুরা সবাই দুলুর দিকে তাকাল। কেমুন খবর ?

মানবেন্দ্র মাঝে মাঝে ঢাকা আসে।

খোকন বলল, কচ কী ?

হ। আমার লগে দেখা কইরা যায়। আমগো বাড়িতেই আসে। আর আমি ওরে আমগো বাড়িতে রাইখা সাধনার ওইখানে গিয়া ওগো বাড়ির চাইর পাশটা দেইখা আসি।

বজলু বলল, তার মানে মানবেন্দ্র ওগো বাড়ির খবর লইতে আসে।

হ। লঞ্চে কইরা ফতুল্লা আইসা নামে। ওখান থিকা রিকশা কইরা, হাঁইটা এই বাড়িতে আসে।

হামিদুল বলল, আমার কাছে আইসা তো একজন দশ পনেরো দিন আছিল।

বেলাল বলল, কে রে ?

সুভাষ।

কোন সুভাষ ? আমগো ক্লাসে সুভাষ তো দুইজন। একজন সুভাষ আযার্জি আরেকজন সুভাষ মণ্ডল।

সুভাষ আযার্জি। টাকার দরকার আছিল। ওর বাবার একটা চেক নিয়া আসছিল। পাঁচ হাজার টেকার চেক। সদরঘাটের হাবিব ব্যাংক থিকা সেই টেকা অনেক কায়দা কইরা তুইলা দিছি। হিন্দুগো চেক দেখলেই ব্যাংকের লোকজন চোখ ত্যাড়া কইরা তাকায়। তয় সবাই না। যে দুই একজন রাজাকার টাইপের তারা। আমি যার কাছে সুভাষরে লইয়া গেছিলাম সে ভালো মানুষ। টাকা তুইলা দিয়া বলছে, সাবধানে থাইকো।

দুলু বলল, কিন্তু সুভাষ আযার্জিরা আছে কই ?

সেইটা কিন্তু কয় নাই।

আমি অনেকবার জিজ্ঞাসা করছি।

নুরু বলল, মনে হয় ডরে কয় নাই।

আমার কাছে ওর কিয়ের ডর!

এই টাইমে বন্ধুও বন্ধুরে বিশ্বাস করে না।

হ এইটাও হইতে পারে।

আর সুভাষগো বাড়িটা ?

ওগো বাড়ি তো ফরিদাবাদ পোস্টঅফিসের গল্লিতে। নবী হোসিয়ারির ওইদিকে।

হ সুনীল বাবুর বাড়ির কাছে।

ওই বাড়িও মনে হয় দখল হইয়া গেছে। সুভাষ ডরে ওই দিকে যায় নাই।

ভালো করছে।

বজলু বলল, আর সুভাষ মণ্ডল ?

মুকুল বলল, মণ্ডলরাও মনে হয় বিক্রমপুরেই আছে। আমি শুনছিলাম, পঁচিশে মার্চের পর বুড়িগঙ্গার ওইপারে, সুভাইট্যায় গিয়া আছিল। এপ্রিলের দুই তারিখে তো মিলিটারিরা বুড়িগঙ্গা পার হইয়া ওইপারে গিয়া ঘুমন্ত হাজার হাজার মানুষ গুল্লি কইরা মারছে।

খোকন বলল, মণ্ডলরা যদি তার আগেই মইরা গিয়া থাকে...

নুরু বলল, আল্লার কাছে দোয়া করি, আমগো প্রত্যেকটা দোস্ত বন্ধুরে যেন বাঁচাইয়া রাখে।

আমাদের চা বিস্কুট খাওয়া শেষ। কাপগুলো পড়ে আছে একেকটা একেক জায়গায়।

দুলু বলল, পুরনো ঢাকার অনেক খবর আমি জানি। শুনলে তগো মন খারাপ হইব। সবার শরীরের রক্ত টগবগ কইরা ফুটবো। ইচ্ছা করবো এখনই যে যা পারি তাই নিয়া ঘর থিকা বাইর হইয়া যাই, মিলিটারি রাজাকার যারে সামনে পাই তারেই মারি।

নুরু বলল, দুয়েকটা ঘটনা বল। দোস্ত।

ডক্টর হরিনাথ দে'র নাম শুনছস ?

না।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তেরো বছর প্রফেসারি করেছেন। মানুষের শরীরের জন্য কী ধরনের খাদ্য দরকার সেই বিষয়ে বিরাট পণ্ডিত ছিলেন। ইংরাজিতে তাঁর সাবজেক্টটারে বলে 'হিউম্যান নিউট্রিশান'। সায়েন্স ল্যাবরেটরী আর ডায়েবেটিকসে চিফ সায়েন্টিফিক অফিসার ছিলেন। মালাকারটোলার ওইদিকে থাকতেন। সাতাইশে মার্চ রাত্রে সূত্রাপুর মালাকারটোলা ওইদিককার এগারোজন বাছাইকরা মানুষের সঙ্গে ডক্টর হরিনাথ দে'কেও মারছে শুয়োরের বাচ্চারা। ব্রাশফায়ার করে নাই। লোহারপুলে দাঁড় করাইয়া একে একে গুলি কইরা মারছে।

ঘরের ভিতর তখন পিনপতন স্তব্ধতা। নুরুরা সবাই যেন পাথর হয়ে আছে।

আরেকজন মানুষের কথা শুনবি ?

খোকন নরম গলায় বলল, বল।

তাঁর নাম রানী মিত্র। ফরাশগঞ্জে একটা অনাথ আশ্রম আছে, সেই আশ্রমের প্রধান। পঞ্চাশজন অনাথ ছেলেমেয়ে দেখাশোনা করতেন। পঁচিশে মার্চ রাতে তাঁর স্বামীর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। তারপরও সেই ভদ্রমহিলা পঞ্চাশজন অনাথ ছেলেমেয়েকে বুক দিয়ে আগলাইয়া, স্বামীর শোক ভুইলা, ওইসব ছেলেমেয়ে নিয়া বুড়িগঙ্গা পার হইয়া গেছেন। ছেলেমেয়েগুলিকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য কোথায় কোথায় আশ্রয়ের জন্য ঘুরতাছেন।

ষোল আনাই দেশি
অন্যমেলা
বাংলার রূপ | বাঙালির মেলা

AMARBOI.COM

মুকুল অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে তখন কাঁদছে।

মুকুলের কান্না দেখে নুরুর চোখেও পানি এলো। বন্ধুদের সবারই চোখ ছলছল করছে।

দুলু একবার সবার দিকে তাকালো। তার চোখে পানি নাই। সে বলল, কান্নাকাটি করিস না। মন শক্ত কর। আমাদের এখন একটাই কাজ বাংলাদেশ স্বাধীন করা। যোদ্ধাদের চোখে পানি থাকতে নাই। আমরা মুক্তিযোদ্ধা। আমরা কান্নাকাটি করুম না। আমরা মিলিটারি মারুম, রাজাকার মারুম আর যেমনে পারি দেশের মানুষ বাঁচামু, দেশ স্বাধীন করুম। শক্ত হ, শক্ত হ।

মুকুল চোখ মুছল। ধরা গলায় বলল, দেশের মানুষের এত স্যাক্রিফাইস ব্যর্থ হইতে পারে না। বাংলাদেশ স্বাধীন হইবই।

নাসির সাহেব এলেন সাড়ে চারটার দিকে।

তাঁর মাথায় একটা চটের বস্তা। পরনে লুঙ্গি, কোমরে বাঁধা গামছা, গায়ে ছেঁড়া একটা গেঞ্জি। তাঁকে দেখাচ্ছে কুলি মজুরের মতো।

বাড়িতে ঢুকে বস্তা নিয়ে সোজা চলে গেলেন নিজের ঘরে। দুলুর ঘর থেকে নুরুরা সবাই তাঁকে দেখল। দেখে থ হয়ে গেল।

নুরু বলল, কী রে দুলু, চাচার এই দশা ক্যান?

দুলু হাসল। বোজছ নাই?

না।

বাবায় জিনিসপত্র নিয়া আইছে।

কী জিনিস?

মুকুল বলল, ধুর গাধা। তোর মাথায় কিচ্ছু নাই।

খোকন বলল, চাচায় যুদ্ধের জিনিসপত্র আনছে।

নুরুর অবাক ভাব তবু গেল না। এইভাবে মাথায় কইরা কই থিকা আনলো?

দুলু বলল, নারিন্দা থিকা।

তুই না কইলি বাজারের ব্যাগে কইরা আনবো?

হ বাজারের ব্যাগ লইয়াই গেছিল।

আইলো তো বস্তা মাথায় লইয়া। মনে হইল চাউলের বস্তা লইয়া আইছে।

আনছে চাউলের বস্তাই। চাউলের ভিতরে আছে জিনিসপত্র।

বজলু বলল, এত দূর থিকা এইভাবে মাথায় কইরা আনছে, বিরাট বিপদ হইতে পারতো তো?

তা পারতো।

মুকুল বলল, রাস্তায় রাস্তায় মিলিটারি আর রাজাকার। কেউ যদি দেখতে চাইতো বস্তায় কী আছে?

দুলু নির্বিকার গলায় বলল, ভয় ধরা পইড়া যাইতো।

হামিদুল বলল, ধরা পড়লেই তো শেষ।

বেলাল বলল, হ। একদম শেষ।

দুলু বলল, বাবার জানের ডর নাই। উর্দু কইতে পারে বহুত ভালো। মিলিটারি আর রাজাকারগো লগে এমন সুন্দর উর্দু কইতো, মনে হইতো সে বিহারী। আর বিহারীগো মিলিটারিরা বিশ্বাস করে, রাজাকাররা বিশ্বাস করে।

নুরু বলল, তারপরও এইটা বিরাট রিস্ক।

দুলু বলল, যুদ্ধের সময় এইসব রিস্ক লইতে হয়। জানের মায়া করলে যুদ্ধ করন যায় না।

খানিক পর নাসির সাহেব এসে ঢুকলেন দুলুর রুমে।

নুরুরা সবাই উঠে দাঁড়াল। কেউ কেউ সালাম দিল। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, বিকাল হইয়া গেছে। আকাশের অবস্থাও ভালো না, যখন তখন বৃষ্টি আসবো। তোমরা যাও গিয়া। প্ল্যান যেইটা করছি ওইটা দুলু তোমগো জানাইয়া দিবো। এখন সেই প্ল্যান নিয়া বসলে সন্ধ্যা হইয়া যাইবো। সন্ধ্যার পর চলাফেরা করা ঠিক হইবো না তোমগো। বৃষ্টি নাইমা গেলে বাড়ি ফিরতে বিরাট ঝামেলায় পড়বা।

মুকুল সবকিছুতেই একটু উৎসাহী। বলল, আপনে প্ল্যানটা বইলা ফালান চাচা। আমরা আর একটু বসি।

তার সঙ্গে গলা মিলালো খোকন। আকাশ মেঘলা হইছে ঠিকই কিন্তু বৃষ্টি মনে হয় হইব না। হইলেও হইবো রাত্রের দিকে।

নাসির সাহেব কথা বলবার আগেই দুলু বলল, বাবায় আসলে টায়ার্ড হইয়া গেছে। সকালে বাইর হইছে, এখন বাড়িতে আসলো। খাওয়াদাওয়াও মনে হয় করে নাই। এখন খাইয়া দাইয়া রেস্ট নেউক। তারপর আমার লগে প্ল্যান করুক। সেইটা কাইল পরশুর মধ্যেই আমি তগো জানাইয়া দিমু নে। অহন যা গিয়া।

নাসির সাহেব বললেন, হ বাবারা। যাও, চইলা যাও। তবে এক লগে দল বাইন্ধা যাইয়ো না, এক রাস্তায়ও যাইয়ো না। একেকজন একেক রাস্তায় যাও।

নুরুরা বাড়ি থেকে বেরুলো। তবে একজন বেরিয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিট পর আরেকজন, এইভাবে। কেউ রেললাইনের পথ ধরল, কেউ ধরল পানি কাদায় ভোরা ধানক্ষেতের আলপথ।

আকাশে কিছুটা মেঘ ছিলই। এখন ধীরে ধীরে ঘন হচ্ছে সেই মেঘ।

৬

ভোররাত থেকে মুষল ধারে বৃষ্টি নেমেছে।

এমন ভারি বৃষ্টি শ্রাবণ মাসের আকাশ যেন ভেঙে পড়েছে। এই রকম বৃষ্টির দিনে নুরুদের বাড়িতে খিচুড়ি আর ইলিশমাছ ভাজা হবেই। চিনিগুড়ি চাউলের খিচুড়ি, সঙ্গে ইলিশমাছের বড় বড় টুকরা কড়কড়া ভাজা। উহ্, আজ দারুণ একটা খাওয়া হবে।

হাজি মিয়াচান এই বৃষ্টিতেও বাজারে গেছেন। ছাতায় এরকম বৃষ্টি মানবার কথা না। তাঁর একটা পুরনো জলপাই রংয়ের রেইনকোট আছে। সেই রেইনকোট পরে, বাজারের ব্যাগ হাতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। আটটা সোয়া আটটার মধ্যেই বাজার নিয়ে ফিরেছেন। হাত সোয়াহাত লম্বা, বিঘতখানেক চওড়া, চকচকে তাজা একজোড়া ইলিশ এনেছেন সঙ্গে তরিতরকারি এনেছেন। ঘি তো বাড়িতে আছেই। মা আর বাচ্চুর মা লেগে গেছে রান্নাবান্নার কাজে।

এ রকম বৃষ্টিতে সকালবেলা সলুর দোকানের নাশতাই আজ আনিয়েছে নুরু। বাচ্চুকে ছাতা দিয়ে পাঠিয়েছিল। সঙ্গে ছোট্ট কেটলি। পরোটা হালুয়া আনবি আর দুই কাপ চা।

পরোটা হালুয়া শেষ করে চা নিয়ে নিজের রুমে বসেছে নুরু। খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টি দেখছে আর চায়ে চুমুক দিচ্ছে।

হাজি মিয়াচান এসে দরজার সামনে দাঁড়ালেন। নুরু।

জি বাবা।

খবরটা তুই আমারে দেচ নাই ক্যান?

কোন খবর বাবা?

নাসির সাহেব নাকি আমার বাড়িতে আইছিলেন?

হ আইছিলেন তো।

আমারে কচ নাই ক্যান?

ভুইলা গেছিলাম বাবা।

এইটা ভোলনের মতন কথা হইল?

আপনের কাছে আসেন নাই, আসছিলেন আমার কাছে।

ঈদ উৎসব আনন্দ
এবং অন্যমেলা
অন্যমেলা

AMARBOI.COM

তোর কাছে ?

হ বাবা।

তোর কাছে ক্যান ?

নুরু ডাহা মিথ্যা কথা বলতে শুরু করল। স্কুলের খোঁজখবর লইতে।

তগো ইসকুলের খোঁজখবর ?

হ।

ইসকুলের কী খোঁজখবর ?

ক্লাস হয় কী না, আমি স্কুলে যাই কী না ?

তাঁর ছেলে তোর লগে পড়ে না ?

হ পড়ে।

খবর তো সে তাঁর ছেলের কাছ থিকাই লইতে পারতো! তোর কাছে আইবো ক্যান ?

এই কথাটা আমিও তাঁরে জিগাইছিলাম।

কী বললেন ?

বললেন, দুলুর কথা আমি বিশ্বাস করি না। এই জন্য তোমার কাছে আইলাম।

বাজার থেকে ফিরে হাজি মিয়াচান ভেজা জামাকাপড় বদলে শুকনা লুঙ্গি পাঞ্জাবি পরেছেন। নুরু তার বিছানায় বসে চা খাচ্ছিল, হাজি মিয়াচান বসলেন নুরুর পড়ার চেয়ারে।

দুলু তাঁরে কী কইছে ? কোন কথা তিনি বিশ্বাস করেন নাই ?

নুরু নির্বিকারভাবে মিথ্যার পর মিথ্যা বলতে লাগল। নাসির চাচার ধারণা হইছে আমরা সবাই এসএসসি পরীক্ষার প্রিপারেশান নিতাছি, স্কুলে আমাদের স্পেশাল ক্লাস নেওয়া হইতাছে পরীক্ষার জন্য, দুলু সেইসব না কইরা বাড়িতে বইসা রইছে, নাসির চাচারে উল্টাপাল্টা বুঝাইতাছে, দুলুর কথা চাচায় বিশ্বাস করতাছে না।

কিন্তু এসএসসি পরীক্ষা তো কয়েকদিন আগে হইয়া গেল!

হ সেইটা তো হইছে।

তয় ?

এইটা বাবা পরের বারের পরীক্ষার প্রিপারেশান।

হাজি মিয়াচান তীক্ষ্ণ চোখে নুরুর দিকে তাকালেন। তুই মনে হয় আমার লগে মিছা কথা কইতাছস।

নুরু যেন আকাশ থেকে পড়ল! এইটা আপনে কী কইতাছেন বাবা ? আমি মিছা কথা কমু ক্যান ? নাসির চাচা আমার দোস্তের বাবা। তাঁরে লইয়া মিছাকথা কওনের কী আছে! আমগো স্কুলের ফখরুল স্যার তাঁর বাসায় বইসা আমগো কয়েকজনরে মাগনা পড়াইবেন যাতে আমরা রেজাল্ট ভালো করি। নাসির চাচায় জানতে চাইছিলেন ফখরুল স্যার সেই পড়াটা পড়াইতাছেন কী না! আমি পড়তে যাই কী না ? দুলু তাঁরে বলছে, না আমরা কেউ যাই না।

তার অর্থ হইল নাসির সাহেব সেইটা যাচাই করতে তোর কাছে আইছিল ?

হ বাবা, হ।

কিন্তু ফখরুল মাস্টার কি দেশের এই অবস্থায় ওইভাবে ছাত্র পড়াইবো ?

দেশীয় পোশাকে নতুন মাত্রা
অন্যমেলা

এইটা দুলু তাঁরে বলছে।

তিনি বিশ্বাস করেন নাই ?

না।

আমিও বিশ্বাস করলাম না।

কোনটা বিশ্বাস করেন নাই বাবা ?

তোর কথা।

আমার কোন কথা ?

এতক্ষণ ধইরা যা কইলি তার একটাও আমি বিশ্বাস করি নাই।

বলেই উঠলেন হাজি মিয়াচান। নুরুর রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন। নুরু হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল! সলুর দোকানের চায়ে চুমুক দিতে ভুলে গেল। বাবাকে যে জিজ্ঞেস করবে নাসির সাহেব এই বাড়িতে আসছিলেন একথা আপনাকে কে বলল, সেটা জিজ্ঞেস করার চান্সই পেল না।

নুরুর টেনশন বেড়ে গেল দুপুরবেলা।

দুপুরবেলা বৃষ্টিতে একেবারে কাক ভেজা হয়ে দুলু এসে হাজির। পরনে লুঙ্গি আর নীল হাফহাতা শার্ট। অবস্থা এমন যেন পুকুরে ডুব দিয়ে উঠেছে। নুরুদের বাড়ির গেট যথারীতি বন্ধ ছিল। অনেকক্ষণ ধরে কড়া নাড়ছিল দুলু। বৃষ্টির জন্য কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। বাচ্চু আসছিল বারান্দার দিকে। শব্দটা সে পেল। ছুটে গেল হাজি মিয়াচানের কাছে। খালু, কে জানি গেট খটখটায় ?

হাজি মিয়াচান তাঁর বিছানায় শুয়েছিলেন। তড়াক করে উঠে বসলেন। এই রকম মেঘবৃষ্টিতে কে গেট খটখটায় ?

সেইটা কইতে পারি না।

চল তো দেখি!

বাচ্চুর সঙ্গে বারান্দায় এলেন তিনি। বাচ্চুকে বললেন, খাড়া, আগে নুরুরে ওর রুম থিকা সরাই।

আইচ্ছা খালু।

হাজি মিয়াচান নুরুর রুমে ঢুকলেন। নুরুও শুয়েছিল। শুয়ে উদাস চোখে জানালার দিকে তাকিয়ে আছে। বৃষ্টিতে জানালার বাইরে বেশিদূর দেখা যাচ্ছে না।

হাজি মিয়াচান উত্তেজিত গলায় বললেন, ওই নুরু, তাড়াতাড়ি পাকের ঘরের ওই দিকে যা।

নুরুও হাজি মিয়াচানের কায়দায় বিছানায় উঠে বসল। ক্যান বাবা ?

কে জানি আইছে। গেট খটখটায়।

নুরু দৌড়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। আল্লাহ-ই জানে দুলুদের বাড়ির খবরাখবর রাজাকারদের কানে গেছে কি না। নাসির সাহেবকে ধরে মিলিটারিদের হাতে দিয়েছে কি না রাজাকাররা। তাঁর কাছ থেকে নামধাম জেনে এখন তাঁর দলের একেকজনকে খুঁজে খুঁজে বের করছে কি না।

নুরুদের রান্নাঘরে তখন ইলিশমাছ ভাজা হচ্ছে। ভাজা ইলিশমাছের গন্ধে ভরে গেছে পুরো বাড়ি।

রান্নাঘরের ওদিকে এসে লুঙ্গি কাছা মেরে দাঁড়িয়ে রইল নুরু। রাজাকার বা মিলিটারি এলেই বাচ্চু চট করে এসে খবর দেবে, সঙ্গে সঙ্গে দেয়াল টপকে উধাও হয়ে যাবে নুরু।

গেটে তখনও খটখট আওয়াজ।

বাচ্চু ছাতা নিয়ে গেট খুলতে যাবে, হাজি মিয়াচান বললেন, তুই এখানেই থাক। আমি গেট খুলি। বিপদ দেখলেই পাকের ঘরের ওইদিকে গিয়া নুরুরে বলবি, তারবাদে নুরু জানে ওর কী করন লাগবো।

আইচ্ছা খালু।

ছাতা নিয়ে গেটের সামনে গেলেন হাজি মিয়াচান। গেট খোলার আগে জিজ্ঞেস করলেন, কে ?

বাইরে থেকে সাড়া এলো। আমি চাচা, আমি দুলু। নুরুর দোস্ত।

ও দুলু। খাড়াও বাবা, খাড়াও।

হাজি মিয়াচান দরজা খুললেন। কাকভেজা দুলু ঢুকল। ঢুকে নিজহাতে গেট বন্ধ করল।

হাজি মিয়াচান অবাক! তুমি এই বৃষ্টিতে, আমার বাড়িতে ?

নুরুর কাছে আইছি চাচা। কাম আছে।

সেইটা বুজছি। জরুরি কাজ না থাকলে এইদিনে এই রকম বৃষ্টিতে কেউ বাড়ি থিকা বাইর হয়। আসো আসো ভিতরে আসো। ওই বাচ্চু নুরুরে ক ওর দোস্ত দুলু আইছে।

দুলু আসছে শুনে নুরুও দৌড়ে এলো।

সে রান্নাঘরের ওদিকে রেডি হয়েছিল বাচ্চু এসে ইশারা করলেই বৃষ্টিতে লুঙ্গি কাছা মেরে দেয়াল টপকে উধাও হয়ে যাবে। বুকের ভিতর এক ধরনের উত্তেজনা ছিল।

বাচ্চু এসে দুলুর কথা বলার পর উত্তেজনা কমলো। বারান্দায় এসে বাচ্চুকে বলল, ওই বাচ্চু, দুলুরে আগে একটা গামছা দে। শরীল মাথা মুছুক।

দুলু বলল, তোর লুঙ্গি শার্টও দে। এই রকম ভিজা কাপড়ে থাকলে জ্বর আইসা পড়বো।

দিতাছি দিতাছি। আমার রুমে আয়।

হাজি মিয়াচান তীক্ষ্ণ চোখে দুলুকে খেয়াল করছিলেন। বাচ্চু এসে গামছা দেয়ার পর মাথা মুছতে মুছতে নুরুর ঘরে চলে গেল দুলু। হাজি মিয়াচান বারান্দায়ই দাঁড়িয়ে রইলেন।

নুরু তার রুমে ঢুকেই ধোয়া লুঙ্গি আর একটা খয়েরি রংয়ের শার্ট দিল দুলুকে। মাথা শরীর মুছে, শুকনা লুঙ্গি শার্ট পরে কয়েক মুহূর্তে ফিটফাট হয়ে গেল দুলু।

দুলু যখন এসব কাজ করছে, নুরু ফিসফিস করে বলল, এই রকম বৃষ্টিতে বাড়ি থিকা বাইর হইছস ক্যান ?

বোজছ নাই ক্যান বাইর হইছি ?

বুজছি, প্ল্যান আছে।

হ।

তয় একটা ছাতি (ছাতা) লইয়া বাইর হবি না ?

ছাতি লইয়া লাভ কী ? এই বৃষ্টিতে ছাতি কোনও কামে লাগে! অহন আমারে এককাপ গরম গরম চা খাওয়া। তগো বাড়িতে ঢুইকাই ইলিশ মাছ ভাজার গন্ধ পাইলাম, ঘিয়ের গন্ধ পাইলাম।

হ বৃষ্টির দিনে মায় পোলাউর চাউল দিয়া, ঘি দিয়া খিচুড়ি রান্ধে। বাবায় বাজার থিকা দুইটা বিরাট ইলিশমাছ আনছে।

তোমরা তো মৌজেই আছো দোস্ত!

আরে না ব্যাটা, মৌজে নাই। তুই গেটে কড়া নাড়তাছস আর আমি পাকঘরের ওইদিকে গিয়া রেডি হইয়া রইছি।

মিলিটারি রাজাকার আইলে পালাবি ?

হ।

কিন্তু আইছে তো মুক্তিযোদ্ধা।

চুপ। আস্তে কথা ক। বাবায় খাড়ায় রইছে বারান্দায়।

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে হাজি মিয়াচান এসে দাঁড়ালেন নুরুর রুমের দরজায়। দুলু, কী মনে কইরা এই বৃষ্টিতে আমগো বাড়িতে আইলা ?

AMARBOI.COM

বাংলার রূপ
বাঙালির মেলা
অন্যমেলা

AMARBOI.COM

নুরুর কাছে কাম আছে চাচা।

কী কাম ?

দুলু কথা বলবার আগেই নুরু বলল, ওই তো পড়ালেখার কাম বাবা। আপনেরে কাইল কইলাম না ফখরুল স্যার...

এক ফাঁকে দুলুকে একটু চোখ টিপে দিল নুরু।

দুলু যা বোঝার বুঝলো। নুরুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে বলল, হ ফখরুল স্যার আমগো পড়াইবো কী না ইসব বিষয়ে নুরুর লগে কথা কইতে আইছি চাচা।

দেশের এই পরিস্থিতিতে খালি পড়ালেখার খবর দেওনের জন্য এই রকম বৃষ্টির মধ্যে তুমি বাড়ি থিকা বাইর হইলা ?

হ হইলাম চাচা।

তোমার মা বাপে তোমারে বাইর হইতে দিল ?

বৃষ্টি আছে দেইখাই বাইর হইতে দিছে।

অর্থ কী ?

অর্থ হইল এই রকম বৃষ্টিতে রাস্তায় মিলিটারি রাজাকার কেউ নাই। আর মিলিটারিরা তো পানিরে খুব ডরায় চাচা।

রাজাকাররা তো ডরায় না।

না ওরা ডরাইবো ক্যান ? ওরা তো আমগো দেশেরই মানুষ। তয় ওইগুলিরে মানুষ না কইয়া জানোয়ার কওয়া ভালো।

বুজলাম।

একটু থামলেন হাজি মিয়াচান। একটা কথা আমারে একটু বুঝাইয়া কও তো ? পাকিস্তানিরা কয়দিন আগে একটা এসএসসি পরীক্ষা নিছে। সেই পরীক্ষার হলে মুক্তিবাহিনী গ্রেনেডও মারছে...

হ কয়েকটা স্কুলে গ্রেনেড মারছে।

দেশ কবে স্বাধীন হইব কেউ জানে না।

সেইটাও ঠিক।

হাজি মিয়াচান নুরুর পড়ার চেয়ারটায় বসল। নুরু আর দুলু ছিল দাঁড়িয়ে। হাজি মিয়াচানকে বসতে দেখে দুজনে পাশাপাশি বসল বিছানায়।

হাজি মিয়াচান বললেন, দেশ স্বাধীন না হইলে তো তোমরা পরীক্ষা দিবা না, না ?

না দিমু না। ক্যান দিমু ? দিতে চাইলে তো আগেরটাই দিতাম।

ঠিক। তয় এখন এই রকম দিনে আথকা লেখাপড়া লইয়া ব্যস্ত হইয়া গেছো ক্যান ?

দুলু একটু থতমত খেল। মুখে কথা আটকে গেল। তাকে সাহায্য করল নুরু। আমগো লেখাপড়া আমরা চালাইয়া যাইতে চাই বাবা। ফখরুল স্যার সেইটাই আমগো বলছে। ঘরে আজাইরা বইসা থাইকা লাভ কী ?

দুলুও গলা মিলালো। জি চাচা, আজাইরা বইসা থাইকা লাভ কী ?

বাচ্চু এসময় ট্রেতে করে এককাপ চা আর কয়েকটা টোস্ট বিস্কুট নিয়ে এলো। রান্নার ফাঁকেই চা বানিয়ে দিয়েছেন মা। ট্রেটা নুরুর বিছানার ওপর রাখল সে। দুলু ভাই, আপনের চা।

নুরু অবাক হলো! চায়ের কথা তো আমি বলি নাই।

ষোল আনাই দেশি
অন্যমেলা

বাচ্চু হাসল। দুলুভাই যখন বলছে, আমি শুনছি। শুইনা গিয়া আম্মারে কইছি।

দুলু বলল, তুই তো বিরাট পণ্ডিত হইয়া গেছস রে বাচ্চু।

বাচ্চু হাসিমুখে চলে গেল।

হাজি মিয়াচান উঠলেন। খাও দুলু, চা বিস্কুট খাও। দুপুরে আমগো বাড়িতেই খাইয়া যাইয়ো। খিচুড়ি আর ইলিশভাজা আছে।

তারপরই গম্ভীর হয়ে গেলেন। তয় বাবা, তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি নাই।

বলে আর দাঁড়ালেন না।

হাজি মিয়াচান চলে যাওয়ার পর দুলু অবাক বিস্ময়ে নুরুর দিকে তাকালো। কী রে দোস্ত, চাচায় দেখি আমগো চাপাবাজি কিছুই বিশ্বাস করল না।

আমি জানতাম বিশ্বাস করবো না।

চায়ে টোস্ট বিস্কুট ভিজিয়ে খেতে খেতে নুরু বলল, আমি যে ঘনঘন বাড়ি থিকা বাইর হই এইটা লইয়া বাবায় আমারে ধরছিল। আমিও ফখরুল স্যারের কথা কইছি। এই জন্যই তোরে তখন চোখ টিপ দিলাম। তোর মুখের কথা কাইড়া নিয়া ফখরুল স্যারের কথা কইলাম।

সেইটা আমি বুজছি।

বাবায় আমার চাপাবাজিও বিশ্বাস করে নাই। শুনলো সবই, যাওয়ার সময় এখনকার মতনই বইলা গেল, তোর কোনও কথাই আমি বিশ্বাস করি নাই।

দুলু চায়ে চুমুক দিয়ে হাসল। চাচায় বহুত বুদ্ধিমান লোক। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে না তো?

আরে না ব্যাটা। আমারে কী কইছে শুনবি?

কী?

কইছে তুই আমার একটা মাত্র ছেলে দেইখা তোরে আমি মুক্তিযুদ্ধে যাইতে দেই নাই। দুইটা পোলা থাকলে একটারে পাঠাইতাম। যদি দেশের জন্য একটা পোলা শহীদ হইয়া যাইতো তাও দুঃখ করতাম না।

দুলু অবাক! কচ কী?

হ।

তয় তো চাচায় আমার বাপের মতনই দেখতেছি! এমুন কথা যে কয় সেও তো মুক্তিযোদ্ধা।

তয় বাবায় মনে হয় কিছু একটা সন্দেহ করতাছে?

কেমুন?

হাজি মিয়াচানের রুম থেকে ট্রানজিস্টার চুরি করে এনে স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্র শোনার ঘটনা, হাজি মিয়াচান এসে হাতেনাতে ধরলেন নুরুকে, তারপর যেসব কথা বললেন সবই দুলুকে বলল নুরু। শুনে দুলু মুগ্ধ। আরে, চাচারে তো কোনওদিন এইরকম মনে হয় নাই আমার!

আমারও মনে হয় নাই। সেদিন দেশ নিয়া বাবার ভিতরের আসল চেহারাটা আমি দেখলাম। ক দোস্ত, অহন ক। প্ল্যান কী? কাইল তো কিছু শুইনা আসতে পারলাম না।

বিরাট প্ল্যান করছে বাবায়।

কী রকম?

ঢাকা নারায়ণগঞ্জ রেললাইনের কোনও একটা ব্রিজ আমরা উড়াইয়া দিমু।

কচ কী?

হ।

এতবড় কাম আর আমরা সাতটা মাত্র পোলাপান। মুক্তিযোদ্ধার পুরাপুরি ট্রেনিংও নাই। শুধু গ্রেনেড ছোড়া, ছোট ছোট বোমা বানানো...

বাবায় এক্সপ্লোসিভ ফিউজ ডেটনেটর এইসব কেমনে ব্যবহার করতে হয় সেইগুলি শিখাইছে না?

হ শিখাইছে।

ব্রিজ উড়াইতে ওই জিনিসগুলিই লাগে।

অপারেশান কবে?

কাইল। কাইল রাত আটটায় নারায়ণগঞ্জ থিকা যেই গাড়িটা আসবো ওইটা আমরা ফালাইয়া দিমু। পুরা গাড়ি তো আর পড়বো না। ব্রিজ ভাইঙ্গা পড়নের লগে লগে দুই চাইরটা বগিও হয়তো পড়বো। আমি বাইর হইছি তগো সবাইরে খবর দিতে। কাইল বিকালে সবাই আমগো বাড়িতে চইলা আসবি। তারপর বাবায় সব বুঝাইয়া দিব।

তয় তুই অহন মুকুল খোকন বজলু অগো কেমনে খবর দিবি?

আমি তো একলা বাইর হই নাই। বাবায়ও বাইর হইছে। বজলুর বাসায় ফোন আছে। বাবায় ফরিদাবাদ পোস্টঅফিস থিকা বজলুরে ফোন কইরা দিবো। আমগো তো কতগুলি সংকেত আছে, ওই সংকেত দিয়া কথা কইবো। তারবাদে মুকুলগো বাসায় যাইবো। মুকুল খবর দিবো বেলালরে। বেলাল দিবো হামিদুলরে। আমি তোর এখান থিকা বাইর হইয়া যামু খোকনরে খবর দিতে।

নুরুর বুকে তখন বিশাল উত্তেজনা। শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটছে। উত্তেজিত গলায় বলল, যদি কাজটা কইরা ফালাইতে পারি, তয় আর কথা নাইরে দোস্ত। ওইটা একটা বিরাট কাজ হইব।

হ। ঢাকা থিকা নারায়ণগঞ্জে ট্রেন ভইরা মিলিটারিরা যায়, রাজাকাররা যায়। নারায়ণগঞ্জ থিকা আসে। রেলের কোনও একটা ব্রিজ যদি উড়াইয়া দিতে পারি তয় শালারা আর চলাচল করতে পারবো না।

আমার অহন কী ইচ্ছা করতাছে জানচ?

কী?

'জয়বাংলা' বইলা বিরাট একটা চিৎকার দেই।

অপারেশান সাকসেসফুল হওয়ার পর দেইচ।

সাকসেসফুল আমরা হবোই।

ইনশাল্লাহ্।

চা-বিস্কুট শেষ করে দুলু বলল, তয় দুপুরের খাওয়া শেষ কইরা আমি কিন্তু আমার ভিজা শার্ট লুঙ্গি পইরাই বাইর হমু।

ক্যান?

তোরটা ভিজাইয়া লাভ কী?

আমারটা ভিজলেও কোনও অসুবিধা নাই।

দুলু পা ভাঁজ করে নুরুর বিছানায় বসল। এখন তোরে আরও কিছু কথা বলি। আমগো লগে ট্রেনিং নেওয়া একদম পাকা মুক্তিযোদ্ধারাও থাকবো। তাগো আমরা দেখুম না। কিন্তু তারা থাকবো। আটদশজনের একটা দল। আমি নামগুলি তোরে বইলা দেই। তুই কাউরে বলিস না। আমগো লগে থাকবো আবদুল কুদ্দুস, মতিন, কেরামত আলী, নূর হোসেন, মোহাম্মদ আলী, হানিফ, পুলু, মোজাফফর, মিন্নর, নজরুল। তাঁরা ট্রেনিং নেওয়া মুক্তিযোদ্ধা। থাকবো আমগো আশপাশে। আমগো সাহায্য করবো। তাঁরা সবাই মোফাজ্জল হোসেন মায়া চৌধুরীর ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্য। ঢাকা শহরের বেশিরভাগ অপারেশান তাঁরা করতাছে। তাঁরা আমাদের আশপাশে থাকবো। সুতরাং এই অপারেশান সাকসেসফুল আল্লার রহমতে হইবই।

পরদিন খুবই সার্থকভাবে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের একটি রেলওয়ে ব্রিজ উড়িয়ে দিয়েছিল ওরা। ■

AMARBOI.COM

ঈদ উৎসব আনন্দ
এবং অন্যমেলা
অন্যমেলা
বাংলার রূপ | বাঙালির মেলা